কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

এই

পুস্তকখানি

প্রাতঃস্মরণীয়

৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের

পবিত্র নামে

উৎসর্গ

করিলাম।

শ্রীচন্দ্রোদয় দেবশর্ম্মা।

OPINIONS.

Hope, *July 5th, 1891.*—The book will serve as an exceptionally good first Reader for boys whose guardians wish them to be trained up in the high moral principles.

Hindoo Patriot, *July 13th, 1891.*—We have no hesitation in saying that *Suniti Sandarbha* will be found an excellent Text-book.

Amrita Bazar, *August 7th, 1891.*—"*Suniti Sandarbha*" is written in his usual happy style, in language at once simple, clear and forcible. It combines essays with anecdotes and is thus calculated to prove very impressive on young minds. The lessons are all very interesting and the anecdotes still more so, as being drawn from the inexhaustible stock of the Hindu Sacred Lore.

From **Babu Govinda Chandra Dass,** M. A., B. L., *Vakil, High Court and Late Principal, Ripon College,*—I can recollect hardly one other book in which Moral Lessons have been attempted to be conveyed in language at once so simple and elegant, and upon a plan so well suited to the capacity and inclination of our students.

From **Babu Krishna Kamal Bhattacharyya,** B. L.—*Suniti Sandarbha* by Chandrodaya Vidyavinoda is a commendable Bengali Reader, prepared on a plan which will no doubt be acceptable to the Orthodox Revivalists of the present day; it at the same time contains nothing that can be unacceptable to those whose views are different. In it an attempt has been made to teach morality by illustrations drawn chiefly from classical Sanskrit; and so far it is a successful attempt. The language is much to be praised. I have no doubt that it is a very good addition to the school literature of the day.

The 20th Nov-, 1891.

From **Pandit Rajani Kanta Gupta.**—

শিক্ষার্থিগণ এই গ্রন্থ পড়িয়া নীতিজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

From **Pandit Jadav Kisore Vidyaratna.**—

সুনীতিসন্দর্ভের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুস্তক যতই অধিকতর-রূপে প্রচারিত হইতে থাকিবে, আমাদের জাতীয় মঙ্গল ততই অধিক বৃদ্ধি পাইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

From **Pandit Tarakumar Kaviratna,—**

তুমি স্বদেশের পুরাণ ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া বাছিয়া যে জিনিষগুলি দেখাইয়াছ তাহার প্রত্যেকটিই উপাদেয়। ভাষা ও সংগ্রহপ্রণালী সুন্দর হইয়াছে।

From **G. C. Bose, Esq., M. A.** *Principal, Bangabasi College.*—I have carefully gone through Pandit Chandrodaya Vidyavinod's "*Suniti Sandarbha*" and have been particularly struck with the easy flow of the style adopted. The Pandit enunciates the moral principles first and then brings them home to the reader with examples drawn from the Ramayana, the Mahavarata and similar other books of cherished memory. This is a method of teaching which highly recommended itself to me. *September the 21st, 1891.*

প্রকৃতি,—১৭ই নবেম্বর ১৮৯১। প্রবন্ধগুলি পাঠকালে প্রকৃতই বালকদিগের হৃদয়স্পর্শ করিবে। প্রথমে সাধারণভাবে বিষয়ের অবতারণা, পরে উদাহরণ দ্বারা তাহার বিশদ ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে। উদাহরণগুলি আবার রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করায় অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়াছে।

From **Babu Isan Chandra Ghose, M. A.** *Deputy Inspector of Schools, Calcutta.*—Your "*Suniti Sandarbha*" is an excellent addition to our School-Book Literature. It appears to have been written with some degree of care and evidently much has been done to render the work attractive and interesting. It is neatly got up and cheaply priced. *The 19th October, 1891.*

From **Babu Nrisingha Chandra Mukerji, M. A. B. L.**—

ইহার বিষয়গুলি যেরূপ সুন্দর, ভাষাও সেইরূপ উপযুক্ত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় আপনার সুনীতিসন্দর্ভ অপার প্রাইমারী পরীক্ষার উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক।

From **Babu Mati Lal Maitra,** *Deputy Inspector of Schools 24 Parganas.*—I have read with much pleasure your "*Sunti-Sandarbha.*" The Moral Lessons it conveys in simple language suited to the capacities of the youths for whom it is intended, and the illustrations chiefly drawn from Pouranic sources, make it an excellent Text-book for the Junior Classes of our Secondary Schools.

বিজ্ঞাপন।

যেরূপ নীতি শিখিলে বালকদিগের মনের উদারতা ও উন্নতি হইতে পারে, "সুনীতিসন্দর্ভে" সেইরূপ নীতি-বিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। বিষয়গুলি দুরূহ, উদাহরণ ভিন্ন সুকুমারমতি বালকদিগের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সম্ভাবনা অল্প; সেই জন্য প্রত্যেক প্রবন্ধেই উদাহরণ দিয়াছি। স্থলে স্থলে মহাত্মা কৃত্তি-বাস, কাশীদাস ও শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন বিরচিত কয়েকটি পদ্য গ্রহণ করিয়াছি।

উদাহরণ-সংগ্রহবিষয়ে এই পুস্তকে নুতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। উদাহরণগুলি দেশীয়ভাবে দিলে সমধিক ফলোপধায়ক হইবে বিবেচনায়, তাহা মহাভারত, রামায়ণ, ধর্ম্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল, মহোদয় আমার প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করিয়া পুস্তকখানির আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গবাসী কলেজ
৯ই আষাঢ়, ১২৯৮।

শ্রীচন্দ্রোদয় দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র।

সুনীতিসন্দর্ভ।

মাতাপিতা।

মাতাপিতা পরম পূজ্য প্রত্যক্ষদেবতা। দেবতার নিকট লোকে যে মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে, তাহা মাতাপিতা সন্তানকে অযাচিতভাবে অকাতরে দান করেন। মঙ্গলের আধার, স্নেহের পারাবার, পরমকারুণিক মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলসাধনার্থ যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন, দেবতা ভিন্ন মানুষে তাহা করিতে পারে না। দেবতা যেরূপ লোকের মঙ্গলবিধান করেন, তাহাদের নিকট কোনরূপ প্রতিদানের

আশা করেন না, লোক সুখে আছে দেখিলেই সন্তুষ্ট; মাতাপিতাও সেইরূপ সন্তানের নিকট কোনরূপ প্রতিদানের আশা করিয়া সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন না; সন্তান জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ হইয়াছে দেখিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। সন্তান সুখে আছে, লোকের প্রশংসাভাজন হইয়াছে, অবিনয়, মিথ্যাচার প্রভৃতিতে সন্তানের চরিত্র কলুষিত হইতেছে না দেখিলে তাঁহাদের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয়।

জগদীশ্বর দয়ালু; তিনি নিয়ত মানবের মঙ্গলসাধন করিতেছেন। এই জগতে প্রতিবিষয়েই তাঁহার অসীম দয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি না হইলে, আমরা ঈশ্বরের দয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ মাতাপিতার দয়া শিশুকাল হইতেই আমরা অনুভব করিয়া থাকি। প্রত্যক্ষ-দেবতায় যাহার অনাস্থা, অশ্রদ্ধা বা অনাদর, পরোক্ষ জগদীশ্বরের অনুগ্রহলাভ কখনই তাহার ভাগ্যে ঘটে না। মানুষ যদি জগদীশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, তবে তাহাকে জগদীশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য

প্রতিপালন করিতে হইবে। মাতাপিতার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করা, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা করা, সন্তানের পক্ষে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। সন্তান মাতাপিতার প্রতি অভক্তি ও অনাদর দেখাইয়া অনন্তকাল জগদীশ্বরের আরাধনা করিলেও জগদীশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। শাস্ত্রকারগণ বলেন,—"পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা; এক পিতা প্রীত হইলে, দেবগণ সকলেই প্রীত হইয়া থাকেন। গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া মাতা, পিতা অপেক্ষাও অধিকতর পূজনীয়া। ত্রিভুবনে মাতার ন্যায় গুরু নাই। পুত্রের প্রতি পিতা রুষ্ট হইলে এই মহাপাপ হইতে পুত্রের নিষ্কৃতি নাই; তাহার জপ, তপ, দান, ধ্যান, তীর্থাদি সমস্তই নিষ্ফল। পুত্র মাতাপিতার মনে কষ্ট দিয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও অভীপ্সিত ফললাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।" এই বিষয়ে ধর্ম্মপুরাণে একটী উপাখ্যান আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, জনকজননীর সেবা করিয়া এক ব্যক্তি পরোক্ষ বিষয়েও অনায়াসে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং এক পক্ষিশাবক দেব-

দেহ লাভ করিয়া স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়াছিল। উপাখ্যানটী এই,—

[মাতাপিতার সেবামাহাত্ম্য।]

কোন সময়ে তপোদেব নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র,— নাম, কৃতবোধ। কৃত-বোধ নানাবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইলে তপোদেব তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবোধের এই জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তপস্যাই ব্রাহ্মণের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, মাতাপিতার অনুমতি না লইয়াই তিনি তপস্যা করিতে যাইবেন স্থির করিলেন। মাতাপিতার সেবা করাও যে তাঁহার কর্ত্তব্য এই কথা একবারও ভাবিলেন না।

তপোদেব পুত্রের ঈদৃশ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, উপদেশ পাইলে কৃতবোধ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন এবং গৃহত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পুত্রকে বলিলেন—

"বৎস, শুনিলাম তুমি তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। এখন কি তোমার বৈরাগ্যের সময়? দেখ, আমি বৃদ্ধ, আমার সেবা শুশ্রূষা কে করিবে? তুমি বিবাহিত, তুমি চলিয়া গেলে, তোমার পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণই বা কে করিবে? এখন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই তোমার কর্ত্তব্য। গৃহে থাকিয়া দেবতার পূজা কর, অতিথির সৎকার কর, যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, অনুশীলনাদিদ্বারা তাহার জ্ঞান বর্দ্ধিত কর। মুনিগণ গৃহস্থের পক্ষে এই সকল ধর্ম্মের বিধান করিয়া গিয়াছেন; এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতুল পুণ্যসঞ্চয় হয় এবং গৃহে বসিয়াই সকল তপস্যার ফললাভ করিতে পারা যায়। অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না।"

তপোদেব পুত্রকে এইরূপে অনেক উপদেশ দিলেন; কিন্তু কৃতবোধ তাহা শুনিলেন না; পিতার বাক্য অবহেলা করিয়া তপস্যার্থ প্রস্থান করিলেন, এবং সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া অনাহারে, একাগ্রমনে, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

কৃতবোধের তপস্যা এক অদ্ভুত ব্যাপার তিনি ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলে ক্রমে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল নিষ্কম্প হইল, শরীর বল্মীকে আবৃত হইল, এবং ঐ মৃত্তিকাস্তূপে সর্পাদি বাস করিতে লাগিল। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টিতে বল্মীক গলিত হইল, তখন বিহঙ্গকুল তাঁহার রুক্ষ কেশকলাপে কুলায় নির্ম্মাণ করিল।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে কৃতবোধের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া নিজেই বিস্মিত হইলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"উঃ, আমি কি ভয়ানক তপস্যাই করিয়াছি!"

ধ্যানভঙ্গের পর কৃতবোধ বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি স্নানাভিলাষী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছিলেন। সেই সময় একটী বক আকাশ হইতে তাঁহার গাত্রে মল পরিত্যাগ করিল। ইহাতে কৃতবোধ ক্রোধে অধীর হইয়া অরুণলোচনে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বক ভস্মাবশেষ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন কৃতবোধ স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া গৃহ-

গমনে উৎসুক হইলেন। কিন্তু বক ভস্ম করিবার পর তাঁহার তপোগর্ব্ব আরও বৃদ্ধি পাইল। তৎপর তিনি মধ্যাহ্নসময়ে কোনও গৃহস্থ ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ নিদ্রিত; তাঁহার পুত্র পিতার চরণ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সেবা করিতেছেন। কৃতবোধের বিশ্বাস ছিল, তাঁহাকে দেখিবামাত্রই সাধুপুরুষ মনে করিয়া ব্রাহ্মণপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমাদর ও অভ্যর্থনা করিবেন; কিন্তু যখন দেখিলেন ব্রাহ্মণপুত্র তাহা করিলেন না, তখন আর কৃতবোধের ক্রোধের সীমা রহিল না, তিনি ব্রাহ্মণপুত্রকে ভস্ম করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি বারংবার রোষকষায়িতনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—.

"ওহে ব্রাহ্মণতনয়, তোমার এ কিরূপ চরিত্র; আমি তোমার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া এতক্ষণ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছি দেখিতেছ না? তুমি কি জান না যে, যাহার গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হয়, তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়, এবং গৃহস্থ ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়? গৃহস্থদিগের গৃহে গৃহে

গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতেছে কি না, দেখিবার জন্য ধর্ম্ম অতিথিরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এই কথাও কি তুমি শুন নাই? অতিথি গৃহস্থের গৃহেই উপস্থিত হইয়া থাকেন, যদি সেখানে তাঁহার আতিথ্য না হয়, তবে সে গৃহে আর অরণ্যে প্রভেদ কি? অতিথিকে অতি মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া যথাবিধানে তাঁহার সৎকার করিতে হয়, নতুবা গৃহস্থের ঘোর নরক হইয়া থাকে। অতিথি ব্রাহ্মণই হউন, বা অন্য জাতিই হউন, তাঁহার যথাবিধি পূজা করিতে হইবে; যে ব্যক্তি অতিথির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে, নরকের প্রাণিগণও তাহার মুখ দেখিতে ঘৃণা বোধ করে। আমি তোমার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেও তুমি আমার প্রতি অনাদর করিলে, অতএব আমি এখনই তোমায় অভিসম্পাত করিয়া যাইতেছি, আমার ব্রহ্মতেজ দেখ!”

কৃতবোধের কথা শুনিয়া গৃহস্থের পুত্র অতি বিনীত ভাবে বলিলেন,—“মহাশয়, এত ক্রোধ করিতেছেন কেন? অতিথি যে ধর্ম্মস্বরূপ, তাহা আমি জানি। গৃহস্থের সঙ্গেই অতিথির সম্বন্ধ,

তাহা না হইলে, একটা বৃক্ষের নিকটেও আপনি অতিথি হইতে পারিতেন। কিন্তু একটা কথা বিবেচনা করিবেন; আমি পিতার অধীন, সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করি; আমি অর্থ উপার্জ্জন করি সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার অধিকার নাই, সমস্তই পিতার। এই গৃহ পিতার, আপনি তাঁহার অতিথি। তিনি এখন নিদ্রিত; পুত্র হইয়া আমি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গই বা কিরূপে করি, সাধুরা ত এরূপ কার্য্যের অনুমোদন করেন না। আর, আপনিই বলুন দেখি, অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহস্থের স্ত্রী বা পুত্র কি নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিবে না? শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, লোকে স্ত্রী বা পুত্রের প্রতি গৃহ ও ধর্ম্মরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। কথাটা সত্য; কিন্তু মহাশয়, আপনি ত অতিথি নহেন, বকটাকে ভস্ম করিয়া আপনার তপোগর্ব্বের বৃদ্ধি হইয়াছে, আপনি সেই গর্ব্বেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মহাশয়, আমি ত সেই বক নহি, আমি পিতৃসেবায় নিযুক্ত, আপনি ক্রোধ করিয়া আমার কি অনিষ্ট করিবেন? পরের

নিকট কোন জিনিষ পাইলেন না বলিয়া কি ক্রোধ করা উচিত? আপনি শান্ত হউন। অতিথির যথাযোগ্য সমাদর না করিলে যখন গৃহস্থ পাপী হন, তখন আপনার সমাদর অবশ্যই হইবে, একটু অপেক্ষা করুন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন।”

ব্রাহ্মণপুত্রের এই সকল কথা শুনিয়া কৃতবোধ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—“মহাশয়, আপনি পরোক্ষ ঘটনা কিরূপে জানিতে পারিলেন? আমি বক ভস্ম করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছি, এই কথা ত আর কেহই জানে না। আমি কঠোর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হই নাই, এই অল্প বয়সে আপনি সেই জ্ঞান কিরূপে লাভ করিলেন? আপনার বয়স অল্প; কিন্তু তথাপি আপনাকে আমি গুরু স্বীকার করিলাম, বলুন, আমি কিরূপে আপনার মত জ্ঞান লাভ করিতে পারিব।”

ব্রাহ্মণের গর্ব্ব দূর হইয়াছে দেখিয়া গৃহস্থপুত্র বলিলেন,—“বারণসী-ধামে তুলাধার নামক এক ব্যাধ আছে। আপনি তাহার নিকট গমন করুন, সে আপনাকে সমস্ত বলিবে। কিন্তু মহাশয়, আপনি আমার পিতার অতিথি, তিনি এখন নিদ্রিত;

ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, তিনি জাগরিত হইয়া আপনার আতিথ্য করিবেন, তাহার পর যাইবেন।”

কৃতবোধ গৃহস্থের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বে বারাণসী যাত্রা করিলেন। তথায় ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলে, ব্যাধ তাঁহাকে বলিল,—“ব্রাহ্মণপুত্র মহাশয়ের তপোগর্ব্ব নষ্ট করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে আসুন, আপনার সমস্ত সন্দেহ দূর করিব।” তুলাধার ব্রাহ্মণকে নিজের আলয়ে লইয়া গিয়া তাহার মাতাপিতার নিকট অতিথির আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। তাঁহারা অতিথি-সংকারের আদেশ করিলে তুলাধার যথাসাধ্য অতিথিসংকার করিল।

অতিথি সুস্থ হইয়া উপবেশন করিলে ব্যাধ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মহাশয়, আমি সুদীর্ঘকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছি, এমন কি শরীর পাত করিয়াছি বলিলেও হয়; কিন্তু এত করিয়াও যে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, আপনি

তাহা অনায়াসে কিরূপে লাভ করিলেন? আপনি যাঁহার কাছে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই গুরু কে, এবং আমিই বা সেই জ্ঞান কিরূপে লাভ করিতে পারি উপদেশ করুন।”

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ব্যাধ বলিল,—“বাল্যকালে একদিন খেলা করিবার সময় আমি একটী ব্রাহ্মণ-বালককে দেখিতে পাই; তাঁহাকে দেখিয়া জ্বলন্ত তেজোরাশি বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। মুনিপুত্র বনের দিকে চলিয়া গেলেন, আমিও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু পক্ষী ধরিবার জালটী আমার সঙ্গেই রহিল। এক দিন জাল পাতিয়া একটী বৃদ্ধ পক্ষী ধরিলাম। পক্ষীটীকে জালবদ্ধ দেখিয়া তাহার শাবক চঞ্চুপুট-দ্বারা তাহাকে কিঞ্চিৎ জল দান করিল, এবং পিতৃ-শোকনিবন্ধন সেই জালে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখি-লাম,—পক্ষিশাবক দেহ পরিত্যাগ করিয়া মনোহর দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন। দেব-গণ সেই দিব্য পুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন।

আমি এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম; তখন মুনিপুত্র আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'হে ব্যাধনন্দন, পক্ষিশাবক কোন্ পুণ্যের ফলে এরূপ দিব্য দেহ লাভ করিল, তাহা বুঝিলে কি? এই পক্ষিশাবক পিতার সেবা করিয়াছে, নিজের প্রাণের মমতা না করিয়া পিতার পূজা করিয়াছে, সেই জন্য তাহার এই সমৃদ্ধি। তুমিও মাতাপিতার সেবা কর, দেখিবে তোমারও দিব্যজ্ঞান হইবে।' তাঁহার নিকট এই উপদেশ পাইয়া সেই সময় হইতে আমি মাতাপিতার সেবা করিতেছি; আমি জপ, তপ, দান, ধ্যান কিছুই জানি না, এক মাতাপিতার চরণ-সেবাই পরম তপস্যা, এই মাত্র জানি; আমার যে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাও তাঁহাদের চরণসেবারই ফল। মহাশয় গৃহে ফিরিয়া যান এবং অনন্যমনে মাতাপিতার সেবায় নিযুক্ত হউন।"

কৃতবোধ ব্যাধের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মাতাপিতাকে কি উপায়ে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

মাতাপিতার মনে কষ্ট দিয়া পুত্র যে জগদীশ্বরের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয় না, এই উদ্ধৃত

উপাখ্যানে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন ভাব দেখি, মহর্ষিগণ মাতাপিতার সেবাকে কিরূপ পুণ্য-জনক, কিরূপ মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করিতেন। পিতৃ-ভক্তিহীন নরপশু ও মাতৃভক্তিহীন নরপিশাচের প্রতি তোমাদের আন্তরিক ঘৃণা থাকা উচিত।

মাতার স্নেহময়ীমূর্ত্তি দেখিয়াও যাহাদের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার না হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত না হয়, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না, কখনও তাহার সংসর্গে থাকিবে না। সেই ব্যক্তি সকল প্রকার দুষ্কার্য্যই করিতে পারে।

চরিত্র।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রসংশোধন। যে ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়াও সচ্চরিত্র হয় নাই, তাহার শিক্ষা সফল হয় নাই। যে স্বভাবতই সচ্চরিত্র, সে সুশিক্ষিত না হইলেও সকলের নিকট পূজিত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। লোকের পূজা ও ভগবানের অনুগ্রহলাভ করিতে হইলে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক।

এক দিনে বা এক মুহূর্ত্তে সচ্চরিত্র হওয়া যায় না। চরিত্রবান্ হইতে অনেক যত্ন ও অনেক সাধনা আবশ্যক। সচ্চরিত্র হইতে হইলে তোমাকে বীরপুরুষের ন্যায় পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে, পাপের নিত্যসহচর ক্রোধ, দ্বেষ, অসূয়া, অবিনয়, অহঙ্কার, প্রলোভন প্রভৃতিকে জয় করিতে হইবে, এবং ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ আশ্রয় করিতে হইবে। বিপদের সময় ধৈর্য্য

থাকিলে বিপদের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়, সেই জন্য চরিত্রবান্ লোকে কখনও বিপদে অধীর হন না। যেমন বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন বিধেয়, সেইরূপ কষ্টে সহিষ্ণুতা ও কার্য্যসাধনে অধ্যবসায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অধ্যবসায়ের গুণে মানুষ অতি দুষ্কর কার্য্যসাধনেও সমর্থ হয়।

লোক ক্রোধের বশীভূত হইলে কখনই চরিত্রবান্ হইতে পারে না। ক্রোধে লোক অবিনয়ী হইয়া থাকে।

অন্যের শুভদর্শনে তোমার মনে প্রসন্নতার উদয় হওয়া উচিত। যদি তুমি দ্বেষের বশীভূত হও, তবে তাহাতে তোমার মন কলুষিত হইবে; এবং তজ্জন্য হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করিবে।

অসূয়ার কার্য্য গুণী ব্যক্তির দোষ আবিষ্কার করা। যাহারা এ কার্য্য করে, তাহারা কখনই চরিত্রবান্ হইতে পারে না।

অবিনয় অনন্ত অসুখের মূল। অবিনয়ী লোক কখনও সুখী হইতে পারে না, অথচ একটী অবিনয়ী লোকের জন্য পরিবারস্থ সমস্ত লোক অসুখী হয়। অবিনয়ী পূজ্যের পূজা করিতে জানে না, মানীর

মান রক্ষা করিতে পারে না। মাতাপিতার প্রতি সমুচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হওয়া অবিনয়ীর ভাগ্যে ঘটে না। 'বিদ্যা বিনয় দান করে; কিন্তু যে ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়াও বিনয়ী হয় নাই, তাহার বিদ্যা নিষ্ফল। এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, মান্য ব্যক্তির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিলে মান্যের গৌরব নষ্ট হয় না, যে অসম্মান প্রদর্শন করে, তাহারই নিন্দা হয়। কোন ব্যক্তি পিতার প্রতি কর্কশ বা কটু কথা প্রয়োগ করিলে, কেহই পিতাকে নিন্দা করে না, যে কর্কশ বা কটু কথা প্রয়োগ করে, তাহাকেই সকলে তিরস্কার করিয়া থাকে। চরিত্রবান্ লোক, মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ ও অতিথিদিগের প্রতি কখনও অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করেন না।

সচ্চরিত্র লোক সকলের প্রিয় হইতে পারে। আর কোন গুণেই সকলের প্রীতি ও স্নেহ লাভ করিতে পারা যায় না। দয়া, সত্য, সরলতা, প্রিয়-বাদিতা, কৃতজ্ঞতা, পরহিতৈষিতা প্রভৃতি গুণ থাকিলেই লোক চরিত্রবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। যাঁহারা পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ জ্ঞান করিয়া

তাহা মোচনের চেষ্টা করেন; দীন, অনাথ, দুর্ব্বল ও পীড়িতদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন; যথাসাধ্য অর্থসাহায্যদ্বারা তাহাদের দুঃখ দূর করেন; ভীত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন লোকদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন; তাঁহারা চরিত্রবান্‌। দান, দক্ষতা, উৎসাহ, সৌহার্দ্দ, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি সচ্চরিত্র-দিগের স্বাভাবিক গুণ। এই সকল গুণ না থাকিলে কেহই চরিত্রবান্‌ হইতে পারে না। সত্য কথাও অপ্রিয় হইলে, বৃথা প্রকাশ করিয়া অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া চরিত্রবান্‌ লোকের কার্য্য নহে, এরূপ স্থলে তাঁহারা মৌনাবলম্বন করাকেই উৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য মনে করেন। দান করিয়া শ্লাঘা করিলে লোকসমাজে নিন্দার পাত্র হইতে হয়। সচ্চরিত্র লোক তাহা কখনও করেন না।

যিনি সচ্চরিত্রতারূপ অমূল্য রত্নের* অধিকারী, তিনি মানুষ হইলেও অমর; অকিঞ্চন হইলেও রাজরাজেশ্বর; শাস্ত্রজ্ঞানহীন হইলেও পরমজ্ঞানী। চরিত্রবান্‌ ব্যক্তি সর্ব্বসম্পদের অধিকারী হন, লক্ষ্মী অচলা হইয়া তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করেন। যেখানে চরিত্র, সেখানে ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল,

ও লক্ষ্মী। সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্যপ্রকাশক নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভটী মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে।

[চরিত্রমাহাত্ম্য।]

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, যখন খাণ্ডবপ্রস্থে অতিশয় সম্পদ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন দুর্য্যোধন, তথায় বেড়াইতে যান। কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদির অতুল সমৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট হয়; দুর্য্যোধন সন্তপ্তহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার মনোবেদনার কথা প্রকাশ করিলে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"তোমার সন্তাপের ত কোন কারণই দেখিলাম না। তুমিও সমৃদ্ধিশালী, তোমার ভ্রাতৃগণ কিঙ্করের মত তোমার আজ্ঞানিরত; তবে অপরের সম্পদ দেখিয়া তুমি কষ্ট পাইতেছ কেন?" দুর্য্যোধন বলিলেন,—"আমার সম্পদের সীমা আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সম্পদের সীমা নাই; তাঁহার কুবেরের ন্যায় অসীম সম্পদই আমার এই মনোবেদনার কারণ।"

দুর্য্যোধনের কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—"যদি তুমি যুধিষ্ঠিরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক

শ্রীলাভে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে সচ্চরিত্র হও। জগতে চরিত্রবান্ ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। চরিত্রবান্ লোক অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হন। এবিষয়ে একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে, শুন,—

পূর্ব্বে দানবরাজ প্রহ্লাদ চরিত্রবলে ত্রিভুবনের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্যচ্যুত হইয়া বৃহস্পতির নিকট মঙ্গললাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলিলেন,—“তুমি নীতিশাস্ত্রবিশারদ শুক্রাচার্য্যের নিকট যাও। তিনি এবিষয়ে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ প্রদানে সমর্থ।” বৃহস্পতির নিকট হইতে ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া মঙ্গললাভের বিষয়ে নানারূপ উপদেশ পাইলেন এবং বিদায়ের সময় আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মহাশয়, মঙ্গললাভের আর কোন উৎকৃষ্টতর উপায় আছে কি?” তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—“এবিষয়ে প্রহ্লাদ তোমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদানে সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট যাও।”

শুক্রাচার্য্যের উপদেশানুসারে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"দানবরাজ, আমি আপনার নিকট মঙ্গলসাধনের প্রধান উপায় জানিতে আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় প্রহ্লাদ তাঁহাকে উপদেশ দানে স্বীকৃত হইলেন এবং অবসর মত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

একদা ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দৈত্যরাজ, আপনি কিরূপে ত্রৈলোক্যের অধিকারী হইলেন?" তখন প্রহ্লাদ বলিলেন,—"সচ্চরিত্রতার গুণে আমি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইয়াছি। আমি কখনও কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না, নীতিশাস্ত্রানুসারে যেই কেন উপদেশ প্রদান করুক না, আমি তাহার সারভাগ গ্রহণ করিয়া থাকি। সুনীতির অনুসরণ ও দুর্নীতির পরিত্যাগ অপেক্ষা মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।"

ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্রের শুশ্রূষায় দানবরাজ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি আপনার গুরুভক্তিদর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। আপনি বর প্রার্থনা করুন; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব।" তখন

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দানবরাজ, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার সচ্চরিত্রতা আমাকে দান করুন।" সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রহ্লাদ তাহাই করিলেন, ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইত্যবসরে প্রহ্লাদের শরীর হইতে ছায়ার ন্যায় এক তেজোময়ী মূর্ত্তি নির্গত হইল। প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" তেজ উত্তর করিল,—"আমি চরিত্র; তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমার শিষ্যের নিকট চলিলাম।"

চরিত্র চলিয়া গেলে, প্রহ্লাদের শরীর হইতে আর একটী তেজ বহির্গত হইল। প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" তেজ কহিল,—"আমি ধর্ম্ম; চরিত্র যেখানে বাস করে, আমিও সেখানে বাস করিয়া থাকি। এখন চরিত্র তোমার শিষ্যের নিকট চলিল, সুতরাং আমাকেও সেখানে যাইতে হইবে।"

ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে আর একটী তেজ নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

তেজ উত্তর করিল,—“আমি সত্য; যেখানে ধর্ম্ম, আমিও সেখানে; সেই জন্য আমি ধর্ম্মের সঙ্গে চলিলাম।”

সত্য যাইবার পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে আর একটী তেজ নির্গত হইল, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তেজ বলিল,—“মহারাজ, আমি সৎকার্য্য; যেখানে সত্য, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। সত্য তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে হইল।”

অনন্তর গভীর শব্দ করিতে করিতে প্রহ্লাদের দেহ হইতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তেজ বলিল,—“আমি বল; সৎকার্য্য ও আমি এক স্থানে বাস করিয়া থাকি; সৎকার্য্য তোমায় পরিত্যাগ করায় আমাকেও তাহার অনুসরণ করিতে হইল।”

এই বলিয়া বল প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রকাশ হইল। প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“দেবি আপনি কে?” দেবী উত্তর করিলেন,—“দানবরাজ, আমি লক্ষ্মী; চরিত্র, ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি সর্ব্বদা

একস্থানে বাস করিয়া থাকি। আমার সহচরগণ যখন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার শিষ্যের নিকট গিয়াছে, তখন আমাকেও তাহাদের সঙ্গে তোমার শিষ্যকে আশ্রয় করিতে হইবে।" এই বলিয়া লক্ষ্মী বিদায় হইলেন।

দুর্য্যোধন এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পিতার নিকট সচ্চরিত্রলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"এই বিষয়ে প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াছ। আমি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে, কার্য্যের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা বা মনের দ্বারা অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করা, এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও উপযুক্ত পাত্রে দান করার নামই সচ্চরিত্রতা। যে পৌরুষ দেখাইলে কাহারও হিতসাধন না হয়, লোকের নিকট লজ্জিত হইতে হয়, সেইরূপ পৌরুষ কখনও দেখাইবে না। যে কার্য্যে লোকের প্রশংসা ও অনুরাগভাজন হওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে। অতএব তুমি যদি যুধিষ্ঠিরাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সমৃদ্ধি-লাভের অভিলাষী হইয়া থাক, তবে সচ্চরিত্র হও।"

কেবল সচ্চরিত্র হইলেই যখন এরূপ প্রভূত মঙ্গলের অধিকারী হওয়া যায়, তখন ব্যক্তিমাত্রেরই সচ্চরিত্র হইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার যত্ন করা উচিত। সচ্চরিত্রের সংখ্যা অধিক হইলে পৃথিবীই স্বর্গ হইয়া উঠে।

ক্রোধ ও ক্ষমা।

ক্রোধ মনুষ্যের প্রবল শত্রু। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে সর্ব্বপ্রকার অকার্য্যই করিতে পারে। মনে ক্রোধের সঞ্চার হইলে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি তিরোহিত হয়, সদসৎ জ্ঞান অপসৃত হয়, লঘুগুরু ভেদ থাকে না। ক্রোধবশতঃ লোক নিষ্ঠুরতা করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় না, গুরুজনের প্রতি কর্কশ ও অমর্য্যাদাসূচক বাক্য প্রয়োগ করে, অধিক কি, স্নেহাধার পুত্রাদির পর্য্যন্ত বধসাধন করিতে পারে। এমন অমঙ্গলকর, এমন সর্ব্বনাশকর, এমন মহাপাপকর ক্রোধ যাহাতে কাহারও মনে স্থান না পায়, তৎপ্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।

অনেকে মনে করে, ক্রোধ দেখাইলেই বুঝি তেজ দেখান হইল। কিন্তু ইহা মহা ভ্রম। তেজ মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান নষ্ট করে না। তেজস্বী লোক কখনও কাপুরুষতা দেখাইতে পারে না, কখনও

কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতাও করিতে পারে না; তেজস্বী, বীর প্রতিপক্ষের প্রতি বীরত্ব দেখায়, দুর্ব্বলের প্রতি ক্ষমা দেখায়। তেজ লোকের বিবেচনাশক্তি নষ্ট করে না, পূজ্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। লোক ক্রোধান্ধ হইলে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর দেহেও তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাত করিতে পারে, পরমারাধ্য মাতাপিতাকেও সংহার করিতে পারে। ক্রোধপরবশ ব্যক্তি ক্ষমার অলৌকিক মাহাত্ম্য জানিতে পারে না, দণ্ডভয়ে কম্পিত-কলেবর, চকিতহৃদয় অপরাধীর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়া, অলৌকিক আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না।

ক্ষমাশীল লক্ষ লোক একত্র সমবেত হইলেও মনে কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হয় না; কিন্তু পাঁচ জন ক্রোধী লোকের সমাগমেই নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সমাজে যদি সকলেই ক্রোধপরবশ হইত, তবে কাটাকাটি মারামারি করিয়া সমাজ উৎসন্ন যাইত।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, কপটপাশায় পরাজিত হইয়া সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া বনে গিয়া-

ছিলেন। দ্রৌপদী নিরন্তর কষ্টে অনুতপ্ত হইয়া এবং নিজের শত্রু দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ নাই দেখিয়া, একদা তাঁহাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিলেন; যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,—

"ক্রোধসম পাপ দেবি, না আছে সংসারে,
প্রত্যক্ষ শুনহ, ক্রোধ যত পাপ ধরে।
লঘুগুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে,
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে।
আছুক অন্যের কার্য্য আত্ম হয় বৈরী,
বিষ খায়, ডুবে, মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি।
একারণে বুধগণে সদা ক্রোধ ত্যজে,
অক্রোধ যে লোক, তারে সর্ব্ব লোকে পূজে।
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়,
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়।
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে,
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে।
দেখাইবে সময়েতে তেজ সমুচিত,
ক্রোধ মহাপাপ, না করিবে কদাচিৎ।
একারণে দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধমন,
শত অশ্বমেধফল অক্রোধী যে জন।"

ক্রোধের উদয় হইলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ইহা দেখাইবার জন্য হিতোপ-

দেশকার এই গল্পটী বলিয়াছেন,—এক সরোবরে দুইটী বক ও একটী কচ্ছপ বন্ধুভাবে অবস্থান করিত। একদিন ধীবরেরা সরোবরে মৎস্য ধরিতে আসিবে শুনিয়া কচ্ছপ বক দুটীকে বলিল,—“বন্ধুগণ, আমাকে অন্য জলাশয়ে লইয়া চল, নতুবা আমার জীবনের আশা নাই।” স্থির হইল, একখণ্ড কাষ্ঠের দুই প্রান্ত বকদ্বয় ঠোঁটে ধরিয়া আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইবে, কচ্ছপ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যস্থানে কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। বকদ্বয় উড়িবার পূর্ব্বে কচ্ছপকে সতর্ক করিয়া বলিল যে, আকাশে যাইবার সময় নানা জনে নানা কথা বলিবে, তুমি কখনও উত্তর করিবে না; করিলেই পড়িয়া যাইবে। এইরূপ বলিয়া তাহারা আকাশ দিয়া চলিল। রাখালগণ বকে কচ্ছপ লইয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—“যদি কচ্ছপটা পড়ে, তবে এই খানেই রাঁধিয়া খাইব; কেহ বলিল বাড়ীতে লইয়া যাইব।” ইহা শুনিয়া কচ্ছপ ক্রোধে অধীর হইল; তাহার হিতাহিত বুদ্ধি লোপ হইল, অমনি বলিয়া উঠিল,—“তোমরা ছাই খাইবে।” এই কথা বলিবামাত্র ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

এরূপ সর্ব্বত্র ক্রোধের অনিষ্টকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষমার গুণ বর্ণনা অনাবশ্যক, এই বলিলেই বোধ হয়, তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে, ক্রোধ নৃশংস পিশাচের গুণ, ক্ষমা শান্তিদাতা দেবতার গুণ। ক্রোধ মনুষ্যকে পিশাচ করিয়া তুলে, ক্ষমা মনুষ্যকে দেবত্ব প্রদান করে। ক্রোধের কার্য্য পরের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা, ক্ষমার কার্য্য প্রতীকারের সামর্থ্য সত্ত্বেও অনিষ্টকারীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

একদা রাজা দশরথ মৃগয়া করিতে গিয়া শব্দভেদী শরদ্বারা কোন ঋষিকুমারের হৃদয় বিদ্ধ করেন। ঋষিকুমারের হৃদয়ে বাণ পতিত হইবা-মাত্র তিনি "হা হতোঽস্মি"-রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ক্রন্দনধ্বনিশ্রবণে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া দশরথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তিনি নিজের অবস্থা কীর্ত্তন করিয়া বিলাপ করিতেছেন। ঋষিকুমারের অবস্থা বাস্তবিক অতি শোচনীয়—তাঁহার জনক জননী অন্ধ, বৃদ্ধ, নিরাশ্রয়। অন্ধের ষ্টির ন্যায় এই শিশুপুত্রটীকে আশ্রয় করিয়া

তাঁহারা জীবন ধারণ করিয়া আছেন। পুত্রের অভাবে সেই অনাথ জনকজননীর কি উপায় হইবে, কে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে, ঋষি-কুমার তাহা ভাবিয়া অধীর হইয়াছেন, বলিতেছেন,—"আমার নিজের প্রাণ গেল, তার জন্য আমি দুঃখ করি না; আমার অভাবে বৃদ্ধ, দৃষ্টিহীন মাতা পিতার কি দশা ঘটিবে, ইহা ভাবিয়াই আমি দুঃখ করিতেছি। আমি অনেক দিন ইঁহাদিগকে বাঁচা-ইয়া রাখিয়াছিলাম, এখন আমি ত মরিলাম, তাঁহারা কিরূপে বাঁচিবেন? আমরা ফলমূল আহার করি, কাহারও কোন অনিষ্ট করি না, তবে এক শরে আমাদের তিন জনকে কোন্ নিষ্ঠুর বধ করিল?"

দশরথ চিত্রার্পিতপুত্তলিকাবৎ ঋষিকুমারের নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন, অধর্ম্মের ভয়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ স্খলিত হইল। ঋষিকুমার তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি? আমি বনে বাস করি, মাতাপিতার জন্য জল লইতে আসিয়াছি, তুমি আমায় বধ করিলে কেন? আমার মাতাপিতা অন্ধ, নিরাশ্রয়; তুমি

আমাকে মারিয়া তিন জনকে বধ করিলে। তোমার পরম সৌভাগ্য, তাই পিতা আমার মৃত্যু-সংবাদ এখনও জানিতে পারেন নাই। যদি ভাল চাও, শীঘ্র পিতার কাছে নিজে গিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, নতুবা তিনি অভিসম্পাত করিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিবেন। যাও, এই পথ পিতার আশ্রম পর্য্যন্ত গিয়াছে। তোমার বজ্রাগ্নিসদৃশ শরে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, শরটী তুলিয়া ফেল।”

দশরথ শরটী তুলিবামাত্র ঋষিকুমার পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইলেন। দশরথের মনে হইল যেন, ঋষিকুমারের তেজে তাঁহার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু ঋষিকুমার দশরথকে অযাচিতভাবে ক্ষমা করিলেন। কেবল যে নিজে অভিসম্পাত করিলেন না এমন নহে, তাঁহার রক্ষার জন্য পিতার কাছে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। ঋষিকুমার দশরথের প্রতি ক্ষমা করিয়া নিজের অলৌকিক মাহাত্ম্য ও উদারতা দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাকে পিতার অনুগ্রহলাভের জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়া পরহিততৎপরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতে অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বালক যে মাহাত্ম্য, উদারহৃদয়তা ও পরহিতৈষিতা মুমূর্ষু অবস্থায়ও দেখাইয়া গিয়াছেন, পুত্রশোককাতর বৃদ্ধ পিতা তাহা দেখাইতে পারেন নাই। দশরথের বাণে ঋষিকুমারের মৃত্যু দৈবদুর্ব্বিপাকমূলক, তাহাতে অসাবধানতা ভিন্ন দশরথের অন্য দোষ নাই। ক্রোধান্ধ মুনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সেইজন্য তিনি দশরথকে শাপ দিয়াছিলেন।

দশরথের বজ্রসদৃশ শরে ঋষিকুমারের হৃদয়ভেদ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ক্ষমাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। ক্রোধ তাঁহার ক্ষমার তেজে ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছিল। এই ক্ষমার গুণে বালক মরিয়াও জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

লোকহিতৈষী পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্র ক্রোধের নিন্দা ও ক্ষমার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তোমরা যদি জগতে অক্ষয়, অনন্ত কীর্ত্তি রাখিতে চাও, এবং পরলোকে জগদীশ্বরের প্রিয়পাত্র হইতে চাও, তবে সর্ব্বদা ক্ষমাদেবীর সেবা করিবে, কখনও ক্রোধপিশাচের বশীভূত হইবে না।

পরোপকার।

জগতে পরোপকার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সকলেরই যথাসাধ্য এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করা উচিত। উপকার করিলে উপকৃত লোকের মনে যে পরিমাণে আনন্দের উদয় হয়, উপকারকের মনে তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক হয়।

সাধুগণ পরদুঃখ দেখিয়া তাহা মোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা নিজের কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া, নিজের প্রাণের মমতা না করিয়া বিপন্নের উদ্ধারার্থ যত্নপর হন। দীন ব্যক্তির দুঃখমোচন করিতে যদি তাঁহাদের সর্ব্বস্ব যায়, যদি নিজের জীবনও বিসর্জ্জন করিতে হয়; তাহাতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হন না।

পরোপকার করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। যাহার ধন নাই, সেও কায়িক শ্রমদ্বারা পরের উপকার সাধন করিতে সমর্থ। ধনীর ধন, জ্ঞানীর জ্ঞান, বলীর বল, সমস্তই পরোপকারার্থ নিয়োজিত

হইতে পারে। যে ব্যক্তি অন্যকে বিপন্ন দেখিয়া তাহার বিপদ মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা না করে, সে কখনই সৎ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।

জতুগৃহদাহের পর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা মাতা কুন্তীর সহিত বনে যাইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করেন। তখন তাঁহাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়,—ভিক্ষান্নে কোনরূপে দিনযাপন করিতেছিলেন। একদিন যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভাই ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন, ভীম গৃহে রহিলেন।

হঠাৎ ব্রাহ্মণের গৃহে সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। পরদুঃখকাতরা কুন্তী তাঁহাদের দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না, দুঃখের কারণ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং সত্বর ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এদেশে এক রাক্ষস আছে, সে এই নগরের অধিপতি। সে লোকের উপর সর্ব্বদা অত্যাচার করিত বলিয়া এই নিয়ম হইয়াছে যে, প্রতিদিন তাহার কাছে এক গাড়ি খাদ্য ও

একজন মানুষ যাইবে, তাহা হইলে সে কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পালা অনুসারে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ হইতে তাহার নিকট এক জন করিয়া লোক গিয়া থাকে। অদ্য আমার পালা। আমি বলিতেছি, আমি যাইব; ব্রাহ্মণী বলিতেছেন তিনি যাইবেন; কন্যা বলিতেছে, সে যাইবে। কে যাইবে, এই কথা লইয়া আমাদের মধ্যে আন্দোলন হইতেছে, এবং যে যাইবে তাহার শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবিয়া, আমরা ক্রন্দন করিতেছি।”

তাঁহাদের দুঃখকাহিনী শুনিয়া কুন্তীর হৃদয়ে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল ভাবিয়া তিনি অম্লানবদনে বলিলেন—“আমার পাঁচ পুত্রের মধ্যে এক পুত্র রাক্ষসের কাছে পাঠাইব, আপনারা ক্রন্দন করিবেন না।”

ব্রাহ্মণ কুন্তীর বাক্যে বিস্মিত হইলেন, তাঁহার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে চাহিলেন না; কিন্তু কুন্তী নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া ব্রাহ্মণকে সম্মত করিলেন, এবং নিজের প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ পুত্র ভীমসেনকে রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিলেন।

যুধিষ্ঠির ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ শুনিয়া মাতাকে বলিলেন,—

“পরদুঃখে দুখী তুমি দয়ালুহৃদয়,
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয় ?
পরপুত্রত্রাণহেতু নিজপুত্র দিলা,
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা ;
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিব বিপদে,
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে।”

সত্যই ভীম মাতৃ-আশীর্ব্বাদে রাক্ষস বধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, ব্রাহ্মণের দুঃখ মোচন হওয়ায় কুন্তী স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অবদানকল্পলতানামক পুস্তকে রাজা শ্রীসেনের উপাখ্যানে পরোপকারের বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানটী এই—

পুরাকালে অরিষ্টা নামে অতি সমৃদ্ধিশালী এক নগরীতে অশেষ গুণের আকর, অতুল সম্পদের অধীশ্বর, শ্রীসেন নামে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে প্রজাগণ পাপ-কার্য্য হইতে সর্ব্বথা বিরত ছিল ; মৃত্যুর পর সকলেই দিব্যরথারোহণ করিয়া অমরাবতীতে চলিয়া যাইত।

শ্রীসেনের মহামতি নামে এক অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। একদা প্রজাকার্য্য পর্য্যালোচন উপলক্ষে তিনি রাজাকে বলিলেন,—“মহারাজ, আপনি স্বরাজ্যে থাকিয়াও সৎকার্য্যের দ্বারা ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছেন। আপনার অকপট দান দেখিয়া ইন্দ্র নিজের ত্রুটির জন্য লজ্জা অনুভব করিতেছেন। অন্যকে সমস্ত গুণের আধার দেখিয়া এবং নিজের গুণহীনতা বুঝিতে পারিয়া কোন্ ব্যক্তি লজ্জিত না হয়? আপনি দান করিতে ভাল বাসেন, করুন; তাহাতে আমি বাধা দিতে চাহি না। কিন্তু আমার একটী বক্তব্য আছে, সর্ব্বস্ব দানই যেন আপনার দানের সীমা হয়; স্ত্রী, পুত্র বা আত্মদেহ দানে কখনও সাহস করিবেন না। মহারাজ, নানারূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আমার মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। দৈবজ্ঞগণের মুখেও এরূপ একটা প্রবাদ শুনা যায় যে, মহারাজ নিজের শরীর দান করিবেন। কথাটা নিতান্তই দুঃসহ। মহারাজের শরীর নষ্ট হইলে অসংখ্য প্রার্থীকে নিরাশ হইতে হইবে। কল্পপাদপ জীবিত থাকিলেই প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ হয়, কিন্তু

তাহা নষ্ট হইলে সকলকেই হতাশ হইতে হয়। সেই জন্য আমার প্রার্থনা, এরূপ অনিষ্টকর কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হইবেন না।”

মহারাজ শ্রীসেন মন্ত্রীর কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—“মহাশয়, আপনার কথা মন্ত্রীর উপযুক্তই বটে; রাজাকে এইরূপ হিতকর উপদেশ দেওয়াই মন্ত্রিগণের উচিত। কিন্তু আমি প্রার্থীকে কখনই বিমুখ করিতে পারিব না। প্রার্থী বিমুখ হইলে তাহার মনে যে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা আমার পক্ষে বড়ই দুঃসহ। “দেও” বলিলে যাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকা আর মরিয়া যাওয়া একই কথা। ‘অমুক ব্যক্তির শরণাগত হইলে আমি এই বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইব’ এইরূপ স্থির করিয়া যাচক যে ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, তিনি যদি তাহাকে বিমুখ করেন, তবে তাঁহার বাঁচিয়াই বা ফল কি? যাচকের হৃদয়ের সন্তাপ শুনিয়াও যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তির জন্মকেও ধিক্। শরীর ত নশ্বর; এই নশ্বর শরীরের দ্বারা কখনও কোথাও কাহারও কোনও

উপকার হইতে পারে, এই ভাবিয়াই ত সাধুগণ ইহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন।”

মহারাজের কথা শুনিয়া মন্ত্রী দুঃখিত হইলেন; বিধাতার লিপি অব্যর্থ বিবেচনা করিয়া আর কোন কথাই বলিলেন না। এদিকে রাজার দানজনিত যশে ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইল। এক দিন ইন্দ্র, রাজার দানশীলতা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এক অদ্ভুত মায়া সৃষ্টি করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

একদা মহারাজ শ্রীসেন দানাগারে বসিয়া যাচকদিগের মনোরথপূর্ণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চারিটী ব্রাহ্মণবালক তাহাদের পিতাকে একটা মাচায় করিয়া বহন করিয়া আনিতেছে, এবং নয়নবারিতে তাহাদের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহাদের পিতার অর্দ্ধশরীর ব্যাঘ্রে খাইয়া ফেলিয়াছে, অতি ক্ষীণভাবে তাঁহার নিশ্বাস বহিতেছে। পুত্রগণ মাচাটী মহারাজের সম্মুখে স্থাপন করিলে ব্রাহ্মণ অতি কাতরকণ্ঠে মহারাজকে বলিলেন—“মহারাজের জয় হউক। মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ; আমি নিতান্তই পাপী, তাই

আমার এ দশা ঘটিয়াছে; আপনি আমার প্রতি করুণাকটাক্ষ করুন। নিবিড় বনে ব্যাঘ্র আমার শরীরের অর্দ্ধেক ভক্ষণ করিয়াছে; এই দুঃসহ যাতনা আমার কপালের লেখা, তাই এখনও আমার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। ব্যাঘ্র আমার অর্দ্ধ-শরীর ভক্ষণ করিলে এই দৈববাণী শুনিতে পাই-লাম যে, "যদি কেহ নিজের দেহার্দ্ধ ছেদন করিয়া দেয়, তবে তোমার জীবন রক্ষা হইবে।" কিন্তু মহারাজ, জগতে সকলেই নিজের নিজের সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত; পরের জন্য কে প্রাণ দিবে? পরের দুঃখে কাহার প্রাণ কাঁদিবে? একমাত্র আপনিই জগতের লোকের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন, দীনজনের বিপদে আপনিই একমাত্র আশ্রয়, পরের দুঃখ মোচনের জন্য নিজের শরীর দান করিতেও আপনি কুণ্ঠিত নহেন; এই সকল কথা ভাবিয়া আপনারই শরণ লইলাম।"

মহারাজ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আপনি আশ্বস্ত হউন, জীবন-নাশের কোন ভয় করিবেন না। আপনার জীবন-

রক্ষার জন্য আমি নিজের শরীরার্দ্ধ দান করিব। এই শরীর ত ক্ষণকালের মধ্যেই ধ্বংস হইবে, কিছুতেই চিরস্থায়ী হইবে না; যাঁহার শরীর পরের উপকারের জন্য ক্ষয় হয়, তিনিই ত ধন্য।”

মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন, নানারূপ অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে তিনি বলিলেন,—“প্রজাপুঞ্জের নিতান্তই দুর্ভাগ্য; তাহারা যে পুণ্যের প্রভাবে ঈদৃশ নরপতি লাভ করিয়াছিল, সেই পুণ্য ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাই মহারাজ নিজের অনিষ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রয়াসী হইয়াছেন। কোন রাক্ষস বা পিশাচ মায়া করিয়া মহারাজের শরীর নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; এ ব্যক্তি কখনই মানুষ নহে। মায়া না হইলে, এরূপ ছিন্নদেহে প্রাণ থাকা কখনই সম্ভবপর হইত না। মহারাজ, লোকে যে বস্তু দিতে পারে তাহাই দেয়, অশক্য বস্তু কেহই দিতে পারে না। দেহদানাদির কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রবাদ মাত্র।”

এই কথা বলিয়া মন্ত্রী মহারাজের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে এই দারুণ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাজ তাঁহার সঙ্কল্প হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি সস্মিতবদনে মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনি রাজভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই কথাগুলি বলিলেন। কিন্তু, আমার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট হইলে, তাহা আমি প্রাণ থাকিতে সহিতে পারিব না। লোকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ মোচন করাই আমার জীবনের মুখ্য ব্রত; আপনি তাহাতে অন্তরায় হইবেন না।"

মহারাজের কথা শুনিয়া মন্ত্রী নির্ব্বাক্ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাজের আদেশক্রমে দুই জন করাতদ্বারা তাঁহার শরীরার্দ্ধ ছেদনে নিযুক্ত হইল। ক্রমে মহারাজের দেহ দ্বিধা ছিন্ন হইল, তাঁহার মুখে একটুও বিষাদ বা ক্লেশের চিহ্ন প্রকাশিত হইল না। ঈদৃশ লোকাতীত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও পরদুঃখমোচনপ্রিয়তা দেখিয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"অহো, মহাত্মাদের কি আশ্চর্য্য

চরিত্র! তাঁহাদের কোমল হৃদয় পরের দুঃখ দেখিবামাত্রই গলিয়া যায়; আবার পরের দুঃখ মোচন করিবার জন্য বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হইয়া অসহ্য যাতনা সহ্য করে। দেখ, এই রাজার প্রাণ গতপ্রায় হইয়াছে, তথাপি ধৈর্য্যের অণুমাত্রও স্খলন হয় নাই।”

মহারাজের দেহ ছিন্ন হইলেও অপরিসীম ধৈর্য্য বশতঃ তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল না; তাঁহার আদেশে ছিন্ন দেহার্দ্ধ ব্রাহ্মণের শরীরে যোজনা করিলে, ব্রাহ্মণ সুস্থদেহ হইলেন, ইহা দর্শন করিয়া মহারাজের মুখে হর্ষের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তখন ইন্দ্র নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীসেনের অতিশয় প্রশংসা করিলেন এবং অমৃত বর্ষণ করিয়া তাঁহার শরীর পূর্ব্ববৎ সুস্থ করিয়া দিলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর ইন্দ্র রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার পরহিতপরায়ণতার প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন।

একাগ্রতা।

কাহারও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে একাগ্রতার সহিত প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। একাগ্রতা না থাকিলে কার্য্যে সফলপ্রয়াস হওয়া অসম্ভব। অধ্যয়ন করিবার সময় মন অন্যদিকে থাকিলে, হয় পাঠ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না, না হয় তাহা স্মরণ থাকে না। যে ব্যক্তি বিষয়ান্তরে নির্লিপ্ত হইয়া অনন্যচিত্ত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

একাগ্রতা না থাকিলে কার্য্যে ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্ভাবনা। এক কার্য্য করিতে অন্য কার্য্য করা, এক কথা বলিতে অন্য কথা বলা, অতীব গর্হিত। যাহারা উদাসীনভাবে কার্য্য করে, তাহাদিগকে নিন্দার পাত্র হইতে হয়।

একাগ্রতা থাকিলে লোক অসীম মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয়। উদাসীনভাবে যে বিষয় তিন দিন ভাবিয়াও বুঝিতে পারা না যায়, তদ্গতচিত্তে

ভাবিতে পারিলে, অতি অল্প সময়েই তাহা বুঝা যায়। একাগ্রতাগুণে আমাদের মনের প্রত্যেক বৃত্তির পরিপুষ্টি হয়। মনের একটী বৃত্তি মেধা। মেধাশক্তির দ্বারা আমরা কোন বিষয় মনে রাখিতে পারি। মনে কর, তোমার মেধাশক্তি বড় প্রবল নয়, অল্প সময়ে কোন কথা তোমার আয়ত্ত হয় না; কিন্তু তোমার যদি একাগ্রতা থাকে, তবে তোমার মেধাশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। একাগ্রতার স্থান উদাসীনতায় অধিকার করিলে, মেধাশক্তির ক্রমে হ্রাস হইবে।

একাগ্রতা না থাকিলে জগদীশ্বরের উপাসনা হইতে পারে না। উদাসীনভাবে অনন্তকাল জগদীশ্বরকে ডাকিলেও তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন না; তাঁহাকে ডাকিতে হইলে তাঁহাতে তোমার মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে; তোমার মনে অন্য ভাবনা, অন্য ধারণা রাখিলে চলিবে না। মহাত্মা ধ্রুব পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইয়াও একাগ্রতার গুণে জগদীশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছিলেন।

তোমরা জান, শত শত রাজা অপারগ হইয়া অবনতমস্তকে চলিয়া গেলে, অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ

করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে, তাঁহার একাগ্রতা থাকিত, তাঁহার মনে সেই বিষয়ে কখনও উদাসীনতার উদয় হইত না। ঐ একাগ্রতা ছিল বলিয়াই তিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। একাগ্রতার অভাবে দুর্য্যোধনাদি অপর রাজগণ তাহা করিতে পারেন নাই।

দ্রোণাচার্য্য কুরুবালকগণকে অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করেন। কুমারগণ শিক্ষিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগের শিক্ষানৈপুণ্যের পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, শিল্পীদ্বারা একটী কাষ্ঠময় পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া কোন বৃক্ষের অগ্রভাগে স্থাপন করিলেন। তৎপরে, যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমাকে ঐ বৃক্ষাগ্রস্থিত পক্ষীর মস্তক ছেদন করিতে হইবে। আমার আদেশমাত্র যেন ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হও।"

যুধিষ্ঠির শরাসনে শর যোজনা করিয়া দণ্ডায়মান হইলে দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—"বৎস, তুমি কি কি দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,—"আপনাকে দেখিতেছি, আমার ভ্রাতৃগণকে

দেখিতেছি, অন্যান্য রাজপুত্রগণকে দেখিতেছি, এবং বৃক্ষাগ্রে পক্ষীকে দেখিতেছি।”

যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—“তুমি পক্ষীর মস্তক ছেদন করিতে পারিবে না, সরিয়া যাও।”

দ্রোণাচার্য্য একে একে দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজপুত্রগণকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন; সকলেই যুধিষ্ঠিরের ন্যায় উত্তর করিলেন। পরিশেষে আচার্য্য অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন,—“বৎস, তোমাকে পক্ষীর মস্তক ছেদন করিতে হইবে। আমি যখন বলিব তখন অস্ত্রক্ষেপ করিবে, প্রস্তুত হও।”

অর্জ্জুন শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডায়মান হইলে দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বৎস, কি কি দেখিতেছ?” অর্জ্জুন উত্তর করিলেন,—“পক্ষী দেখিতেছি।” দ্রোণাচার্য্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আমাকে, তোমার ভ্রাতাদিগকে বা অন্য রাজকুমারগণকে দেখিতে পাইতেছ কি?” অর্জ্জুন বলিলেন,—“না, এক পক্ষীর মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।” তখন আচার্য্য অর্জ্জুনকে পক্ষীর মস্তক

দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুন আদেশ পাইবামাত্র কাষ্ঠময় পক্ষীর মস্তকচ্ছেদ করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিলেন।

দেখ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই পক্ষীর মস্তক ছেদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মনের একাগ্রতা ছিল না বলিয়া, গুরু তাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্যে উপযুক্ত মনে করেন নাই। অর্জ্জুন সেই দিন যে একাগ্রতাগুণে পক্ষীর মস্তক ছেদন করিলেন, কিছু দিন পরে সেই গুণেই তিনি লক্ষ্য ভেদ করিলেন। অতএব মনে রাখিও যে, একাগ্রতা জগতে কার্য্যসাধনের প্রধান উপায়। যখন যে কার্য্য করিবে, তাহাতে ঐকান্তিকতা অবলম্বন করিবে। যুধিষ্ঠিরাদি পক্ষীর মস্তক লক্ষ্য করিতে গিয়া পাঁচ দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; আর, অর্জ্জুন তৎপরতার সহিত এক লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছিলেন; একাগ্রতার গুণে অর্জ্জুন কৃত-কার্য্য হইলেন, উদাসীনতার দোষে যুধিষ্ঠিরাদি অকৃতকার্য্য হইলেন।

সংসর্গ।

মনুষ্যের সাধুতা বা অসাধুতা শিক্ষা ও সংসর্গের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সংসর্গেরই প্রভাব বেশী। সংসর্গ-গুণে অশিক্ষিত লোকও লোকের সম্মানের পাত্র হইতে পারে; আবার সংসর্গ-দোষে সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদও লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকে। সেই জন্য দুর্জ্জনসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সাধু-সংসর্গে সময় অতি-বাহিত করিতে পারা যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

[কুসংসর্গ।]

কুসংসর্গের দোষ অনেক। কুসংসর্গে লোকের স্বভাব ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতভাবে কলুষিত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি হীনলোকের সংসর্গে থাকে, তাহার বুদ্ধি দিন দিন নষ্ট হয়, হৃদয়ের উদারতা থাকে না, সংক্রামক রোগের ন্যায় হীনপ্রকৃতির

মনের কুপ্রবৃত্তি, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, পাপের প্রতি আসক্তি আসিয়া তাহার মনকেও অধিকার করে যে কার্য্য অতি গর্হিত, নিরন্তর দেখিতে দেখিতে তাহার প্রতি লোকের ঘৃণা কমিয়া যায়। সৎলোকে মন্দকার্য্যে যত ভয় পায়, কুলোকে তত ভয় পায় না; মন্দকার্য্যের অনুষ্ঠান তাহাদের চরিত্রের একটা অংশ হইয়া পড়ে। কুলোকের সঙ্গে মিশিলে কুকার্য্যের বিষয়ে সাধুরও মনের ভয় ক্রমে বিদূরিত হয়।

তোমার নিজের স্বভাব নির্ম্মল নিষ্পাপ হইলেও কুলোকের সংসর্গে থাকিলে লোকে তোমার স্বভাবের নির্ম্মলতা ও পবিত্রতার বিষয়ে সন্দেহ করিবে। যাহাদের সংসর্গে থাকিলে সৎ—অসৎ, এবং পবিত্র—অপবিত্র হয়, প্রাণান্তেও সেরূপ লোকের সংসর্গে থাকা উচিত নয়।

কুসংসর্গে লোকের চরিত্র কতদূর দূষিত হয়, তাহা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।

এক সময়ে গৌতমনামক কোন ব্রাহ্মণ, ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে, কিরাতদেশে উপস্থিত

হয়। কিরাতপতি অতি সমৃদ্ধিশালী, ও অতি দানশীল ছিলেন। গৌতম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এক বৎসরের খাদ্য ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ঐ দেশে আর অন্য ব্রাহ্মণ ছিল না, অগত্যা গৌতম দস্যুর দান লইয়া তাঁহারই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৌতম, ব্রাহ্মণের কার্য্যকলাপ বিস্মৃত হইয়া কিরাতবৃত্তি অবলম্বনে উৎসুক হইলেন। দস্যুদের সঙ্গে থাকিয়া তিনিও অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিলেন, দস্যুগণের ন্যায় তিনিও প্রাণিসংহারে আনন্দবোধ করিতে লাগিলেন।

এক সময়ে গৌতমের কোন প্রিয় সুহৃৎ সেই কিরাতদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি বেদজ্ঞ, বিনীত, অহিংসানিরত। তিনি শূদ্রান্ন গ্রহণ করিতেন না, সেই জন্য ব্রাহ্মণের গৃহ অন্বেষণ করিয়া গৌতমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে গৌতম হংসভার স্কন্ধে লইয়া গৃহে আসিলে, ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, সংসর্গ-দোষে গৌতম কিরাতভাবাপন্ন হইয়াছেন। গৌতম প্রিয় সুহৃৎকে সমাগত দেখিয়া আদর করিলেন। ব্রাহ্মণ তথায় রাত্রি অবস্থান করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষুধা

সত্ত্বেও তাঁহার গৃহে জলগ্রহণ করিলেন না। সংসর্গ-দোষে গৌতমের এতদূর অধোগতি হইয়াছিল যে, নিজের প্রিয়সুহৃৎও তাঁহার গৃহে জলগ্রহণ মহাপাপ জ্ঞান করিলেন।

[সৎসংসর্গ।]

কুসংসর্গ যেমন অসংখ্য দোষের উৎপত্তি হয়, সৎসংসর্গে তেমনি অসীম সম্পদের উদয় হয়। সাধুর সংসর্গে তোমার মনের বৃত্তি ক্রমে নির্ম্মল ও পবিত্র হইবে, বুদ্ধি সৎপথে ধাবিত হইবে, কখনও মুখ হইতে মিথ্যা কথা বাহির হইবে না, লোকের নিকট তুমিও সাধু বলিয়া পরিচিত হইবে, এবং সকলেই তোমাকে সম্মান ও সমাদর করিবে। যে সাধুসঙ্গে থাকে, তাহার মনের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, কলুসিত ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না, চিত্ত সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকে, চতুর্দ্দিকে যশ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহতের সম্পর্কে হীন জনও লোকের নিকট আদৃত হইতে পারে; দেখ—

"ক্ষুদ্র কীট থাকে যদি কুসুমের সনে,
তারেও মস্তকে করে যত সাধুগণে।

কাঞ্চনের কাছে কাচ থাকিলে যেমন,
মরকতমণি-শোভা করয়ে ধারণ;
সেইরূপ সাধুসহবাস করি লাভ,
মূর্খও প্রবীণ হয় ছাড়য়ে স্বভাব॥"

মুনির তপোবনের কথা মনে কর; সেখানে—

"কুরঙ্গ মাতঙ্গগণে, শার্দ্দূল কেশরী সনে,
সখ্যভাবে খেলিয়া বেড়ায়।"

যে সাধুসমাগমে হিংস্রের হিংস্রত্ব, পশুর পশুত্ব দূর হয়, মনুষ্য হইয়া যে ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কুসংসর্গের দোষে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়, সে নিতান্তই দুর্ভাগ্য।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিপশ্চিৎ রাজার উপাখ্যান পাঠ করিলে দেখা যায়, সৎসংসর্গের ফলে মনুষ্য নরকের ভীষণ যন্ত্রণা হইতেও মুক্ত হইতে পারে। উপাখ্যানটী এই,—

ভৃগুবংশোৎপন্ন সুমতি নামে এক ব্রাহ্মণ নিজের অকার্য্যজনিত নরকভোগের কথা তাঁহার পিতার নিকট বর্ণনা করিয়া বলেন—

"আমি পূর্ব্ব জন্মে বৈশ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করি। পিপাসিত গো সকল জলাশয়ে জল পান

করিতে যাইলে, আমি তাহাদিগকে রোধ করিতাম, জল খাইতে দিতাম না। ঐ দারুণ পাপবশতঃ মৃত্যুর পর আমার ঘোর নরক হয়।

সেই নরক অগ্নির শিখায় পরিব্যাপ্ত। সেখানে দেখিতাম, লৌহমুখ বিহঙ্গগণ পাপীদের শরীরের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে, যমদূতগণের তীক্ষ্ণধার অস্ত্রপ্রয়োগে পাপিগণ অনবরত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছে, আর তাহাদের রক্তে নরক প্লাবিত হইতেছে। আমিও ঐরূপ কষ্ট অনেক দিন সহ্য করিলাম। একদিন যমদূতগণ একটা উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ কুম্ভের মধ্যে আমাকে পূরিয়া দারুণ কষ্ট দিতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে অতি আহ্লাদকর, সর্ব্বসন্তাপহর সমীরণ প্রবাহিত হইল, নরকবাসীদের যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল, আমার উত্তপ্তবালুকাসন্তপ্ত শরীরও স্নিগ্ধ হইল, সহসা আমি সমস্ত যাতনার কথা বিস্মৃত হইয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।

এই ব্যাপারে আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলাম। দেখিলাম, এক তেজস্বী সাধুপুরুষ আমাদের অভিমুখে আসিতেছেন, একজন ভীষণ-দর্শন যমদূত তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিতেছে। সেই সাধু নরকের দুঃসহ যাতনা প্রত্যক্ষ করিয়া যমদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"হে যমকিঙ্কর, জনকবংশে বিপশ্চিৎ নামে যে বিখ্যাত রাজা ছিলেন, আমি সেই বিপশ্চিৎ। আমি যত দিন রাজ্য করিয়াছি, ন্যায়ানুসারে প্রজা পালন করিয়াছি, অনেক যজ্ঞ করিয়াছি, যুদ্ধ হইতে কখনও পলায়ন করি নাই, অতিথি কখনও বিমুখ করি নাই, পূজ্য ব্যক্তির মর্য্যাদা কখনও লঙ্ঘন করি নাই, ভৃত্যের প্রতি কখনও নিষ্ঠুরতা করি নাই, পরের সম্পত্তিতে কখনও স্পৃহা করি নাই, তবে আমি এই ভয়ানক নরকে কেন আসিলাম?"

তখন যমদূত মহারাজ বিপশ্চিতের একটী সামান্য পাপের উল্লেখ করিয়া বলিল,—"নরক দর্শনই ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অদ্য আপনার সেই পাপ দূর হইয়াছে; এখন চলুন, অনন্তকাল স্বর্গে পুণ্যফল ভোগ করিবেন।"

যমদূতকে লইয়া মহারাজ চলিয়া যাইতে উদ্‌যুক্ত হইলে, নরক হইতে অতি করুণস্বরে বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল, সকলেই সমস্বরে বলিতে লাগিল,—"মহারাজ, প্রসন্ন হউন, আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আপনার শরীরসংসর্গী পবন আমাদের সমস্ত যাতনা নিবারণ করিতেছে। আপনার সংসর্গে আমাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে।" মহারাজ পাপী-দের সকরুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যমদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার এমন কি পুণ্যবল যে, আমি নিকটে থাকিলেই পাপীদের কষ্ট দূর হয় ?"

যমদূত কহিল,—"মহারাজ আপনি পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও পোষ্যবর্গের সন্তুষ্টি-বিধান করিয়া অবশিষ্ট অন্নের দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, সেইজন্য আপনার শরীর-সংসর্গী বায়ু এত আনন্দপ্রদ। এখন স্বর্গে চলুন।"

রাজা বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস, দুঃখার্ত্ত লোকের হৃদয়ে শান্তির উৎপাদন করিতে পারিলে

লোকের অন্তঃকরণে যে সুখের আবির্ভাব হয়, স্বর্গে বা ব্রহ্মলোকেও কেহই সে সুখ অনুভব করিতে পারেনা। যদি আমি নিকটে থাকিলেই এই সকল প্রাণীর যাতনা দূর হয়, তবে আমি এখানেই থাকিব, স্বর্গে আমার প্রয়োজন নাই।”

তখন যমদূত বলিল,—“মহারাজ, আপনি প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন; আপনি এই সকল পাপাচারীদের জন্য এখানে থাকিবেন কেন? ইহারা নিজের অনুষ্ঠিত পাপের ফলভোগ করুক; আপনি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলুন, স্বর্গে পুণ্যফলভোগ করিবেন।”

মহারাজ যমদূতের কথায় তখনও যাইতে স্বীকার করিলেন না; বলিলেন,—“এই সকল প্রাণী নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছে; আমি নিকটে থাকিলে ইহাদের যাতনার শান্তি হয়, নরকে থাকিয়াও ইহারা সুখ অনুভব করে, এই অবস্থায় আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। শত্রু হইলেও আর্ত্ত, শরণার্থী আতুরের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবে। যে মানুষ ইহাতে বিমুখ হয়,

তাহার জীবনেও ধিক্। পরের দুঃখ দেখিয়া যাহার মোচন করিবার ইচ্ছা না হয়, তাহার যজ্ঞ, দান, জপ, তপ সমস্তই মিথ্যা। বালক, বৃদ্ধ, আতুরের প্রতি যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে, সে নিশ্চয়ই রাক্ষস,—মানুষ নহে। অতএব যদি নরকের প্রচণ্ড অগ্নিতাপে আমার শরীর দগ্ধ হয়, দারুণ দুর্গন্ধে কষ্ট পাইতে হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তথাপি ইহাদের দুঃখ দূর করিতে পারিলে আমি স্বর্গসুখ মনে করিব। আমি একা দুঃখ ভোগ করিলে যদি এত প্রাণী সুখী হইতে পারে, তবেই আমার জীবন সার্থক হইল। অতএব তুমি যাও, আমি যাইব না।

রাজার স্বর্গগমনে অনভিলাষ দেখিয়া তাঁহাকে লইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্ম ও ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। যমদূত বলিল,—"মহারাজ, আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্ম ও ইন্দ্র আসিয়াছেন; এখন আপনার যাওয়া উচিত, অতএব আর বিলম্ব করিবেন না, চলুন।"

ধর্ম্ম ও ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন,—"মহাশয়গণ, আপনারা

যদি জানেন, আমি কি পরিমাণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, তবে বলুন।”

তখন ধর্ম্ম বলিলেন,—“যেমন সমুদ্রের জলকণা, আকাশের তারা, বা গঙ্গাতীরের বালুকার সঙ্খ্যা করা যায় না, সেইরূপ আপনার পুণ্যেরও সঙ্খ্যা হয় না। অদ্য আবার নরকস্থ প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাতে আপনার সেই অসঙ্খ্যেয় পুণ্যরাশি শত সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল। নিজের উপার্জ্জিত পুণ্যভোগ করিবার জন্য আপনি সুরলোকে চলুন, ইহারা নরকে থাকিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করুক।”

রাজা বলিলেন,—“প্রভু, যদি আমার সংসর্গে ইহাদের কোনরূপ উৎকর্ষ না হয়, তবে আর কে আমার সংসর্গে অভিলাষী হইবে? অতএব আমার যাহা কিছু পুণ্য আছে, সমস্ত প্রদান করিলাম, যাতনাগ্রস্ত পাপিগণ মুক্ত হউক।”

এই কথা বলিবামাত্র রাজার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, সমস্ত পাপিগণ তৎক্ষণাৎ নরকমুক্ত হইল। ইন্দ্র মহারাজ বিপশ্চিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মহারাজ, এই পুণ্যপ্রভাবে

আপনার উৎকৃষ্টতর লোক লাভ হইল,”—এই বলিয়া দিব্য রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন।

এই জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।”
“ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ সংসারের সার,
যাহার প্রসাদে তরে ভবপারাবার।”

সদুপদেশ ও কুমন্ত্রণা।

সদুপদেশ মনুষ্য মাত্রেরই পালন করা উচিত। কেহ কোন বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিতে অসমর্থ হইলে তাহার পক্ষে সাধুদিগের উপদেশ গ্রহণ করা একান্ত বিধেয়। সদুপদেশ প্রতিপালন করিয়া কার্য্য করিলে, মনুষ্যকে কখনও নিন্দার পাত্র হইতে হয় না। সদুপদেশ লোককে সৎপথে লইয়া যায়, তাহার মনের কুপ্রবৃত্তি দূর করে। সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া ঘোর পাতকীও পাপমুক্ত হইতে পারে।

বঙ্গীয় কবিকুলশিরোমণি কৃত্তিবাস এই বিষয়ে একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, বাল্মীকি পূর্ব্বে রত্নাকর নামে বিখ্যাত দস্যু ছিলেন। ব্রহ্মার উপদেশে তাঁহার দস্যুভাব দূর হইয়াছিল। এক দিবস নারদ ও ব্রহ্মাকে আসিতে দেখিয়া রত্নাকর

তাঁহাদিগকে বধ করিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে একটা বনের মধ্যে লুকায়িত ছিল। ব্রহ্মা নিকটে আসিলে, রত্নাকর তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য দণ্ড উত্তোলন করিল। ব্রহ্মা বলিলেন নরহত্যা করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়, কোনরূপে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করা উচিত নয়। রত্নাকর ব্রহ্মার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন আবার—

"ব্রহ্মা বলিলেন—পাপ কর কার লাগি,
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগি?
মুনি বলে,— আমি যত লয়ে যাই ধন,
মাতা, পিতা, পত্নী, আমি, খাই চারি জন।
যে বা কিছু বেচি কিনি চারিজনে খাই;—
আমার পাপের ভাগী হইবে সবাই।
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে,—
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে?
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়,
আপনি করিলে পাপ অন্যে নাহি দায়।
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়,
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয়,
নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি;
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি।

হরিষবিষাদে মুনি লাগিল ভাবিতে,
বুঝিলাম, এই যুক্তি কর পলাইতে।
ব্রহ্মা বলে,—সত্য বলি, না পলাব আমি।
মাতা পিতা পত্নী সুধাইয়া আইস তুমি।
অন্তঃপর যায় মুনি ফিরি ফিরি চায়;
ভাবে, বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায়।
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন,
(অবধান কর পিতা আমার বচন)
মনুষ্য মারিয়া যত ধন আনি আমি,
তাহার পাপের ভাগী বট কিনা তুমি?
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যবন; *
হেন কথা তোমারে কহিল কোন জন?
কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ কে কহে তোমারে,
পুত্রকৃত পাপ কিবা † লাগিবে পিতারে।
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা;
কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র কভু পিতা।
যখন বালক ছিলা, পিতা ছিলাম আমি;
এখন বালক আমি, পিতা হৈলে তুমি।
যখন বালক ছিলা না ছিল যৌবন,
বহু দুঃখ করে তব করেছি পালন।
যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে,
সে সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে।

---

* বাল্মীকির পিতার নাম। † কিবা—কিরূপ।

এবে পিতা হইয়াছ পুত্রতুল্য আমি,
কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি।
মনুষ্য মারিতে তোমায় বলে কোন্ জন,
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ?
শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁট মাথা করে,
কাঁদিতে কাঁদিতে গেলা মায়ের গোচরে,
সত্য করি আমারে গো কহিবে জননি,
আমার পাপের ভাগ লইবে আপনি?
জননী কহিল ক্রুদ্ধা হইয়া অপার,
এক দিবসের ধার কে শুধে মাতার?
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়,
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায়।
শুনিয়া মায়ের বাক্য হেঁট কৈল মাথা।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা।
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়া সত্য করি কও,
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও?
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী,
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি।
যখন করিলে তুমি আমারে গ্রহণ,
সর্ব্বদা করিবে মোরে রক্ষণ পোষণ।
আর যত পাপ পুণ্য ভাগ লাগে মোরে,
পোষণার্থে পাপভাগ না লাগে আমারে।
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়,
এই মাত্র জানি তুমি পালিবে আমায়।

শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে,
কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে!
ডুবিনু পাপেতে আমি কি হইবে গতি!
কান্দিতে লাগিল মুনি ভাবিয়া দুষ্কৃতি।
উঠিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে,—
সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে।
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া,
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়া।
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে,
মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে।
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্য জ্ঞান,
(বলুন) এসব পাপে কিসে পাব ত্রাণ।”

রত্নাকরের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে জগদীশ্বরের আরাধনার উপায় বলিয়া দিলেন, তার পর দস্যু রত্নাকরও তপঃপ্রভাবে মুনিবর বাল্মীকি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

যেমন সদুপদেশের অনেক গুণ, তেমনি কুমন্ত্রণার অনেক দোষ। কুমন্ত্রণায় লোকের হৃদয় সঙ্কীর্ণ হয়, মনের ভাব কলুষিত হয়। শকুনির কুমন্ত্রণাই দুর্য্যোধনের অধঃপতনের কারণ।

কুমন্ত্রণার প্রভাব এমনি ভয়ানক যে, তাহাতে

সাধুপ্রকৃতিও অকস্মাৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। রামের বিমাতা কৈকেয়ী মন্থরার কুমন্ত্রণা শুনিয়া সহসা কি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিলেন, ভাবিলেই কুমন্ত্রণার দোষ বেশ বুঝিতে পারা যায়। কৈকেয়ীর কর্ণে কুঁজীর কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রাম তাঁহার প্রাণের প্রাণ, স্নেহের প্রতিমা ছিলেন; রামের অভিষেকের বার্ত্তা শুনিয়া কৈকেয়ী আনন্দে অধীরা হইলেন, শুভসংবাদ জ্ঞাপনের পুরস্কার স্বরূপ মন্থরাকে নিজের অলঙ্কার প্রদান করিলেন। মন্থরা ভরতকে রাজা করিবার কথা বলায়,—

"কৈকেয়ী বলিল রাম ধার্ম্মিক তনয়;
কোন্ দোষে রামের করিব অপচয়?
আমার গৌরব রাম করে অতিশয়,
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়।
গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত,
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইতে উচিত।
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ব্বজনে;
তুষিবেন সকলেরে রাম বহু ধনে।
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি;
রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী।
রাম রাজা হইলে আমার বহুমান,
শুভবার্ত্তা কহিলে কি দিব তোরে দান?

রাম রাজা হবে কালি আনন্দ অপার
হরিষে বিষাদ কেন করিস্ আমার ?
যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে,
মন্থরারে দান দিতে চিন্তে মনে মনে।
অঙ্গ হৈতে আভরণ খুলে আস্তে ব্যস্তে,
আদরে কৈকেয়ী দেন মন্থরার হস্তে।
কৈকেয়ী কহেন কুঁজি না কর উত্তর,
রাম রাজা হৈলে ধন দিব ত বিস্তর।”

কৈকেয়ীর এমন সরল মনেও মন্থরা কুমন্ত্রণারূপ বিষ ঢালিল; স্নেহময়ী মাতা কৈকয়ীকে সহসা করাল রাক্ষসী করিয়া তুলিল। যে কৈকেয়ী, রামের অভিষেকের সংবাদ পাইয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, রাম রাজা হইলে কুঁজীকে আরও ধন দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, সে কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠাইলেন! যদি কৈকেয়ী ঐ পাপীয়সীর পাপ-মন্ত্রণা কর্ণে স্থান না দিতেন, তবে অযোধ্যাবাসীকে হয় ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হইত না, কৈকেয়ীকেও চিরকাল কলঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত না।

স্বার্থপরতা।

স্বার্থপরতা অতি নিন্দার কথা। স্বার্থপর লোকেরা অন্যের ইষ্টানিষ্টের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল নিজের উদরপূরণে ব্যস্ত থাকে, এবং সেইজন্য লোকের নিন্দার পাত্র হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থের ও পরার্থের বিষয় সমভাবে বিচার করিয়া স্বার্থরক্ষা করেন, তাঁহাকে স্বার্থপর বলা যায় না। লোক স্বার্থরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কার্য্য করিলেই স্বার্থপর হয় না। যে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য পরের অনিষ্ট করে, বা পরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকেই স্বার্থপর বলা যায়।

সাধু লোকেরা পরার্থ নষ্ট করিয়া কখনই অন্যায়রূপে স্বার্থসাধনে প্রয়াসী হন না। তাঁহারা জানেন যে, নিজের উদরপূরণের জন্য পরের অনিষ্ট করিলে ঘোর পাপে নিমগ্ন হইতে হয়। স্বার্থপরতা হইতে বঞ্চনা, প্রতারণা, পক্ষপাত, বিশ্বাস-

ঘাতকতা প্রভৃতি অনেক রকম পাপের উৎপত্তি হয়। সেই জন্য স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করা বিধেয়।

স্বার্থপর লোক কখনই সুখী হইতে পারে না। তাহার স্বার্থপরতার কথা প্রকাশ হইলে কেহই তাহাকে বিশ্বাস করে না, এবং তাহার সংসর্গে থাকিতে চায় না। জগতে স্বার্থপর লোকের বন্ধু নাই। প্রতারিত হইবার ভয়ে সাধুগণ তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে সাহসী হন না।

স্বার্থপর জ্ঞানী লোকও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন না। নিবিড় মেঘমালা সূর্য্যের কিরণাবলি যেরূপ আচ্ছন্ন করে, স্বার্থপরতা জ্ঞানীর জ্ঞানকেও সেইরূপ আচ্ছন্ন করে। তিনি স্বার্থের কুহকে পড়িয়া আপাতমধুর, পরিণামবিষম পক্ষপাত-রূপ মহাপাপকেও আশ্রয় করেন। এই পাপে যাঁহাদের চরিত্র কলুষিত হয়, সদুপদেশ তাঁহাদের কর্ণে স্থান পায় না। সদুপদেশ লঙ্ঘনের ফলে স্বার্থ-পর লোকদিগকে সমূলে ধ্বংস হইতে দেখা যায়।

স্বার্থপর দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কত প্রতারণা, কত নিষ্ঠুরতা, কত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন, পরি-

ণামে নিঃস্বার্থ যুধিষ্ঠিরই জয়ী হইলেন, স্বার্থপর দুর্য্যোধন সবংশে নির্ম্মূল হইলেন। স্বার্থপরতার জন্য দুর্য্যোধনের পতন অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকেও বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বার্থের কুহকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় পাপের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—

"ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে।
বলিলেক কর্ণ যত, তাহে মাত্র অতি রত,
কার বোল না শুনিল কাণে।
দ্রোণ কৃপ বিধিমতে, বুঝাইল বিদুরেতে,
ভৃগুরামবাক্য নাহি শুনে।
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ জন বাঁচিবে কোন্ গুণে।
পাণ্ডবে মাগিল গ্রাম, আইলেন ঘনশ্যাম,
বুঝাইল নীতি নারায়ণ।
অসম্মত দুর্য্যোধন, কেবল মাগয়ে রণ,
কেন নাহি ত্যজিবে পরাণ?"

দুর্য্যোধনের স্বার্থপরতার কি ভয়ানক পরিণামই ঘটিয়াছিল।

ধৃতরাষ্ট্রও স্বার্থান্ধ ছিলেন। পুত্রদিগের স্বার্থ-

সিদ্ধির পথে পাছে কোন বাধা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সকল সময়ে তিনি ন্যায্য বিচার করিতে সাহসী হইতেন না। অন্যায় আচরণ করিয়াও যদি পুত্রেরা অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইতেন, তাহাতেও তাঁহার মন প্রফুল্ল হইত। এই প্রফুল্লতার ফল, শতপুত্রশোক! শত পুত্রের নিধনে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে সঞ্জয় বলিলেন,— তুমি নিজে জানিয়া শুনিয়া যে অধর্ম্ম করিয়াছ, তাহারই এই ফল, ইহার জন্য দুঃখ করা উচিত নহে। দেখ,—

পাশাখেলা হৈল যবে, শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্বধন হারিল পাণ্ডব।
'কিং জিত কিং জিত' বলি, হয়েছিলে কুতূহলী,
কেন তাহা না ভাব কৌরব?
জানিয়া করিলা পাপ, শেষে কর মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে;
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞ জন মুগ্ধ নহে তাতে।
জলন্ত অনল কেন, বসনে বান্ধিয়া আন,
অগ্নিতে যে দহিবে শরীর;
এ সব আপন দোষে, কহি রাজা তব পাশে;
তাহে দোষ না দিব বিধির।"

যে মহাপাপে ইহকালে ও পরকালে নিন্দিত হইতে হয়, এমন কি বংশ সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহা যেন তোমাদিগের চরিত্রকে স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবে। ন্যায়ানুগত স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না, কিন্তু যে স্বার্থের সহিত পরের অনিষ্ট, অন্যায়, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির সংস্রব আছে, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।



ন্যায়পরায়ণতা।

ন্যায়পরায়ণতার মূল সত্য। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ নহেন, তিনি কখনই ন্যায়পরায়ণ হইতে পারেন না। যে লোক নিজের মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, একমাত্র সত্যপালনে বদ্ধ-পরিকর, তিনিই ন্যায়পরায়ণ হইতে পারেন। ন্যায়পরায়ণ লোককে অনেক সাধনা করিতে হয়, অনেক প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ইহকালে পরম সুখ্যাতির পাত্র হইয়া পরকালে স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

ন্যায়পরায়ণ লোক সমাজের অলঙ্কার। তিনি কাহারও প্রতি অত্যাচার দেখিতে পারেন না। দুর্ব্বলের প্রতি বলবান্ অত্যাচার করিতেছেন দেখিলে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবেনই; বলবানের বিরুদ্ধে কথা কহিলে

কোন সময়ে নিজের অনিষ্ট হইতে পারে, ইহা তাঁহার মনেও হয় না। "আমার যাহা হয় হউক, ন্যায়পথ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইব না," এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা।

অনেক সময়ে ন্যায়পরায়ণ লোককে অসীম সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে হয়; অনুপম স্নেহাধার পুত্রকন্যার বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করিতে হয়; নিশিত তরবারির তীব্র আঘাতও অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হয়। ন্যায়পথে থাকিতে পারিলেই যে মহাত্মা সুখী হন, তিনি এই সকল কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। ন্যায়পরায়ণ বিচারক ধর্ম্মাসনে বসিলে, দণ্ডার্হ ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার নিকট যথাযোগ্য দণ্ড পায়, পুত্র অপরাধী হইলেও অব্যাহতি নাই। পুত্র বধ্য হইলে, তিনি অম্লানবদনে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিবেন। ন্যায়পরায়ণ স্নেহাধার পুত্রকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, কিন্তু অন্যায় আচরণ করিতে পারেন না।

মহারাজ শ্রীবৎসের নিকট এক সময়ে লক্ষ্মী ও শনি বিচারপ্রার্থী হইয়া আইসেন। মহারাজ

তখনই ভাবিলেন, যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন, তিনিই রুষ্ট হইবেন। কিন্তু রোষের ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া এক ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলেন। শনি ন্যায্য বিচারে লক্ষ্মীর নিকট পরাজিত হইয়া মহারাজ শ্রীবৎসকে কত প্রকার কষ্টই দিলেন; কিন্তু পরিণামে ন্যায়েরই জয় হইল, শ্রীবৎস আবার অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন। যে শনি, তাঁহার প্রতি এত রুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া তিনিও প্রসন্ন হইলেন এবং শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুভাব ধারণ করিলেন।

এক সময়ে মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা ও দানবরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ হয়। পরস্পর নিজকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। শেষে স্থির হইল, বিচারে যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইবে, তিনি অপরের জীবনের অধিকারী হইবেন। এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারা উভয়েই বিচারের জন্য বিরোচনের পিতা প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাদের প্রার্থনা শুনিয়া ন্যায়ানুগত বিচার করিয়া

বলিলেন—"হে মুনিপুত্র, আপনি আমার পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব তাহার জীবনের উপরে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার হইল।" প্রহ্লাদের ন্যায়পরতা দেখিয়া সুধন্বা সন্তুষ্ট হইলেন, এবং "তোমার পুত্র শত বৎসর জীবিত থাকুক" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বৈতবনে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির পথশ্রান্ত ও পিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একটী বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। পিপাসার দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া যুধিষ্ঠির ভীমকে জল আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র ভীমসেন ঘোর বনে প্রবেশ করিয়া এক মনোহর সরোবর দেখিতে পাইলেন। তিনি সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া জল গ্রহণের উদ্যোগ করিলে তাঁহাকে এক যক্ষ বলিলেন,—"ভীমসেন, আমার কয়েকটী প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর করিয়া জল গ্রহণ কর। প্রশ্নের উত্তর না করিয়া জলস্পর্শ করিলে তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে।" মদান্ধ ভীমসেন যক্ষের

কথা অগ্রাহ্য করিয়া জলস্পর্শ করিবামাত্র প্রাণ হারাইলেন।

ভীমের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ভীমান্বেষণে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুনও উক্ত সরোবরে ভীমের ন্যায় প্রাণ হারাইলেন। এইরূপে ক্রমে নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী সকলেরই প্রাণ-বিয়োগ হইল। শেষ যুধিষ্ঠির স্বয়ং সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রাতাদিগের অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তখন যক্ষরাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করিয়া কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে যক্ষরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"যুধিষ্ঠির, আমি ধর্ম্ম; তোমার উত্তর শুনিয়া আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি মৃত পত্নী ও ভ্রাতাদিগের মধ্যে যাহার ইচ্ছা, একজনের জীবন প্রার্থনা কর, আমি তাহাকে বাঁচাইয়া দিই।" যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"প্রভু আপনি সহদেবের প্রাণদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া—

"ধর্ম্ম বলিলেন—রাজা তুমি জ্ঞানহীন,
অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ।
বিশেষ বৈমাত্র ভ্রাতা অত্যন্ত অন্তর,
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা বৃকোদর।
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ,
পরপুত্র কি কারণে জীয়াইতে চাহ?
লক্ষ্মীস্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী,
অথবা ইহারে প্রাণ দেহ নরপতি।
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন,
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন?
কুরুযুদ্ধে শক্তমাত্র পার্থ বৃকোদর,
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইয়া পর?
রাজা বলে—পর নহে বিমাতানন্দন,
সহদেব নকুল আমার প্রাণধন।
ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয়,
বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতাতনয়।
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন,
আমা হৈতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ,
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড নিবে,
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে?
সহদেব প্রাণ পাইলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়,
নতুবা পরমধর্ম্ম একেবারে যায়।
পরমধর্ম্মেতে প্রভু যদি করি হেলা,
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা।

হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিতে আমার মন নয়,
নিতান্ত আমার কথা এই কৃপাময়।”

যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনিয়া ধর্ম্ম অতীব আনন্দিত হইলেন, ভীম প্রভৃতি সকলের প্রাণদান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, এক ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সহদেবের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়পরতা পরমধর্ম্ম; পরমধর্ম্মে অনাদর করিলে ইহকালে অযশ, ও পরকালে নরক হইবে; যুধিষ্ঠিরের মনে এই ধারণা ছিল। সেই জন্য অন্যায় আচরণ করিতে পারেন নাই। এই ধারণা সকলেরই মনে থাকা উচিত; তাহা হইলে সকলেই ধর্ম্মের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইতে পারিবে, এবং জগতে অক্ষয় যশ রাখিয়া যাইতে পারিবে।

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ।

আমরা মানুষ বলিয়া অনেক সময়ে গৌরব করিয়া থাকি। প্রকৃত মানুষ হইতে পারিলে গৌরবের কথাও আছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ কে? আহার, নিদ্রা, ভয়াদি মানুষেরও যেমন, পশুরও তেমন; সুতরাং ঐ সকলদ্বারা পশু হইতে মানুষকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। একমাত্র জ্ঞান আছে বলিয়া মানুষ পশু হইতে পৃথক্, যাহার জ্ঞান নাই সে মানুষ হইলেও পশু।

জন্মকালে আমাদের নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্তই মনুষ্যের মত হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় না; সুতরাং জন্মিয়াই আমরা মানুষ হই না। পিতা আমাদিগকে প্রাণিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি জনক, তিনি আমাদের পরমারাধ্য পরমপূজ্য দেবতা; কিন্তু যাঁহার নিকট আমরা প্রকৃত মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াছি তিনিও আমাদের পিতা,—সেই পিতা, গুরু, শিক্ষক বা

অধ্যাপক। তিনি জ্ঞান দান করিয়া আমাদিগের পশুত্ব দূর করিয়া মনুষ্যত্ব প্রদান করিয়াছেন।

মহর্ষি মনু, বলিয়াছেন,—"আচার্য্য বা শিক্ষক ব্রহ্মের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি।" প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতা জন্মদাতা, সেই জন্য পিতাকে প্রজাপতির মূর্ত্তি বলা হইয়াছে। আচার্য্য জ্ঞান-দাতা, সেই জন্য তাঁহাকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা, জ্ঞানদাতা পিতাকে একটু উচ্চস্থান দিয়াছেন। এরূপ দিবার কারণও আছে। মনে কর আমি জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কোনরূপ জ্ঞানই আমার নাই, আমি অজ্ঞানান্ধকারে পরিব্যাপ্ত, কোন বস্তুই চিনিতে পারি না, ভালমন্দ বুঝিতে পারি না। এই অবস্থায় গুরু জ্ঞানালোকদ্বারা আমার সেই অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করিলেন, তখন জগতের বস্তু সকল চিনিতে আমার অধিকার জন্মিল, ভাল মন্দ বুঝিতে পারিলাম। যে গুরু জ্ঞানাঞ্জনশলাকা-দ্বারা আমার মত অজ্ঞানতিমিরান্ধ প্রাণীর চক্ষু উন্মীলিত করেন, তাঁহাকে অবশ্যই উৎকৃষ্টতর

জন্মদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, তাঁহারই নিকট আমরা মনুষ্যজীবন লাভ করি। সাধারণ প্রাণিজীবন অপেক্ষা মনুষ্যজীবন যেরূপ শ্রেষ্ঠ, জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা জ্ঞানদাতা পিতা সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। মনু বলিয়াছেন—"জনক ও শিক্ষক উভয়েই পিতা, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষক শ্রেষ্ঠ।"

গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিধান করেন। ছাত্র মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া যদি তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে, তবে ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে গুরুর অনুগ্রহে পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত লাভ করা সম্ভবপর হয়, তাঁহার সহিত ছাত্রের সম্বন্ধকে কোন মতেই ক্ষণিক বলা যায় না ; সে সম্বন্ধ অবিনশ্বর।

যে গুরুর নিকট এইরূপ উপকার পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, বলা অনাবশ্যক। তাঁহাকে যতদূর সম্ভব সম্মান ও সমাদর করিতে হইবে। তাঁহার নিন্দার কথা মুখে আনিবে না। অন্যে নিন্দা করিতেছে শুনিলেও ছাত্র সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

তাঁহার কথায় কখনও অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিবে না। সন্দেহ শিক্ষার বিশেষ অন্তরায়। যাঁহার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই, তাঁহার কথা মনে স্থান পায় না। যাঁহার কাছে তুমি জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছ, তিনি শত দোষের আকর হইলেও তোমার পূজ্য। অধ্যাপনাকালে শিক্ষক ছাত্রকে এমন অনেক কথা বলিয়া থাকেন, যাহার একটী কথা পালনে সমর্থ হইলেও ছাত্র অনন্তকাল সুখে অতিবাহিত করিতে পারে।

যাঁহার কাছে অতি সামান্য পরিমাণেও শিক্ষা করা যায়, তিনিই গুরু। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন,—"একটী অক্ষরও যে গুরু শিক্ষা দিয়াছেন, শিষ্য জগতের কোন বস্তু প্রদান করিয়াই তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না।"

শিষ্য অপেক্ষা গুরুর বয়স অল্প হইলেও তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান করিতে হইবে। এ বিষয়ে মনুসংহিতায় এই গল্পটী আছে,—

অঙ্গিরার পুত্র শিশুকবি বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্রদিগকে পড়াইতেন, এবং "হে পুত্রক" বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেন। কনিষ্ঠের

এরূপ সম্বোধনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা দেবতাদের নিকট "পুত্রক" শব্দ ব্যবহার সঙ্গত কি না, জিজ্ঞাসা করেন। দেবতারা মিলিত হইয়া বলিলেন,—"শিশু তোমাদিগকে ঠিকই বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞ তিনিই বালক, যিনি উপদেষ্টা তিনিই জ্যেষ্ঠ। মস্তকের কেশ পক্ব হইলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে, যুবাও যদি বিদ্বান্ হয়েন, তবে তাঁহাকেই দেবতাগণ বৃদ্ধ বলেন।"

গুরুর প্রতি যথোচিত ভক্তি ও সম্মান না করা মহা পাপের কার্য্য। যে ব্যক্তি গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া অকৃতজ্ঞতারূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়, তাহার মুখ দেখিলেও পাপ হয়। কতবার অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কখনও ভুলেন নাই। গুরুর অঙ্গে শর বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পদবন্দনা করিয়া তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। গুরুকে ভক্তি করিতে পারিলে ছাত্রের হৃদয়ে অসীম আনন্দের উদয় হয়।

তোমাদের অন্যায় ব্যবহার দেখিলে গুরু তোমাদিগকে শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে

রাখিও পর বলিয়া তাঁহারা তোমাদিগকে শাসন করেন না। নিজের কোন অঙ্গে বেদনার সঞ্চার হইলে, তাহা নিবারণের জন্য যেমন ঔষধের ব্যবস্থা করেন, তোমাদেরও দোষসংশোধনের জন্য তেমনি শাসনের ব্যবস্থা করেন। যে ছাত্রের মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখিলে প্রাণ আকুল হয়, সন্তোষের চিহ্ন দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, তাহাকে শাসন করিতে যে অধ্যাপকের কষ্ট হয় না, এমন নহে। কিন্তু ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের নিবারণ উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সেই কষ্ট গ্রাহ্য করেন না। সেইজন্য, গুরু শাসন করিলে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে; বরং আর যাহাতে শাসনের পাত্র না হইতে হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

গুরুর আদেশ অবিচলিতচিত্তে পালন করা শিষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য। নিষাদরাজকুমার একলব্য গুরুভক্তির গুণে চিরকাল জগতে বিখ্যাত থাকিবেন।

একলব্য নিষাদরাজের পুত্র; দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। অস্ত্রচালনায় তাঁহার অতিশয় দক্ষতা জন্মে, শরক্ষেপে লঘুহস্ততায় তিনি অর্জ্জুন অপেক্ষাও

উৎকৃষ্ট ছিলেন। একদা অর্জ্জুন শরচালনায় একলব্যের শ্রেষ্ঠতার বিষয় চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের বিষাদের কারণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আমাকে আপনার শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিবেন, কিন্তু এখন দেখিতেছি একলব্য আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" দ্রোণাচার্য্য এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের উৎকর্ষ রক্ষা করিবার জন্য মনে মনে এক কল্পনা করিয়া একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং গুরুদক্ষিণাস্বরূপ একলব্যের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন। একলব্য অবিচলিতচিত্তে, অম্লানবদনে গুরুর অন্যায় প্রার্থনাও পূর্ণ করিলেন, নিজের অঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া তাঁহার চরণে উপহার দিলেন।

এই গুরুভক্তির জন্য একলব্যের নাম চিরকাল জগতে জাজ্বল্যমান থাকিবে। বনবাসী নিষাদপুত্র যেরূপ গুরুভক্তি দেখাইয়াছিলেন, সেই কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

রাজভক্তি।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ রাজাকে দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—"ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, সূর্য্য, অগ্নি, এবং কুবের এই অষ্ট দেবতার অংশে রাজা নির্ম্মিত হইয়া থাকেন। দেবতার অংশে নির্ম্মিত বলিয়াই অন্য মানব অপেক্ষা রাজাদিগের প্রভাব অধিক। রাজা বালক হইলেও মনুষ্য বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া ভাবিতে হইবে।"

রাজার বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের এরূপ নির্দ্দেশ করিবার কারণও আছে। দেখ, দেশে রাজা না থাকিলে প্রজাগণ কখনই নিরাপদে থাকিতে পারিত না। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের প্রতি সর্ব্বদা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত, কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি দূরে যাউক, নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যাইত না, লোকের ধনপ্রাণ দস্যুদিগের ক্রীড়াসামগ্রী হইত।

যে রাজার প্রভাবে দস্যুগণ পরধন স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হয়, নিষ্ঠুরগণ হিংসা হইতে বিরত হয়, বলবান্ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে ভীত হয়, সেই রাজাকে দেবতা বলা অবশ্যই অযৌক্তিক নহে। রাজা দুষ্টের দমন না করিলে পৃথিবী অশান্তির রঙ্গভূমি হইত।

রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, অপক্ষপাতে বিচার করিয়া ন্যায্য অধিকার হইতে প্রজাগণ যাহাতে বঞ্চিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করেন। প্রজার সুখেই রাজার সুখ,—প্রজাগণ অবৈধকার্য্য হইতে বিরত হইয়া, শাস্ত্রানুশীলনে নিজের নিজের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিতেছে, বাণিজ্যাদির দ্বারা প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইতেছে, বিজ্ঞানচর্চ্চায় নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া দেশের এবং জগতের মঙ্গল করিতেছে, এই সকল দেখিলে রাজা অতিশয় আনন্দ উপভোগ করেন, এবং আত্মাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। অন্যদিকে যে রাজার প্রজা কষ্টে আছে, দারিদ্র্যদুঃখে নিপীড়িত, সাহিত্যবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া উন্নতি করা দূরে থাকুক, উদরান্নসংস্থানের

জন্যই ব্যাকুল, সেই রাজা কখনই সুখী হইতে পারেন না। তাঁহার মন সর্ব্বদাই কিসে প্রজার মঙ্গল হইবে, ভাবিয়া আকুল হয়। রাজারা নিজের সুখ দুঃখকে সুখ দুঃখ বলিয়া ভাবেন না, প্রজার সুখ দুঃখকেই প্রকৃত সুখ দুঃখ মনে করেন।

যে রাজা প্রজার মঙ্গলের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেন, তাঁহার প্রতি প্রজাদের সর্ব্বদাই ভক্তি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। রাজা যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না; ধন, মান, প্রভুত্ব লাভ করিয়া সমাজে তিনি অতিশয় গৌরবান্বিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ক্রোধের পাত্র হয়, তাহার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না, এমন কি, তাহার সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। সেই জন্য সত্য পথে থাকিয়া যাহাতে রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারা যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। সকলেরই ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকে, রাজারও হইতে পারে। পিতার কার্য্যে ভ্রম হইলে, পুত্রের তাহা যেরূপে দেখাইয়া দেওয়া উচিত, রাজার ভ্রমও প্রজার সেইরূপে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

রাজাকে লোকের নিকট নিন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে বা তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি কমাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কোন দোষের কথা বলা অতীব গর্হিত। রাজার ভ্রমের কথা, বিশেষ চিন্তা করিয়া, তাহার সত্যাসত্যতার বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া, অতি সাবধানে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

যদি রাজা প্রকৃতপক্ষেই অত্যাচারী হন, প্রজার সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিজে ভোগবিলাসে ব্যাপৃত থাকেন, তথাপি হঠাৎ রাজার নিন্দা না করিয়া বা প্রতিকূলতাচরণে সঙ্কল্প না করিয়া, বন্ধুর মত তাঁহাকে শত সহস্র বার তাঁহার ক্রুটি বুঝাইয়া দিবে। রাজদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতা একই কথা; কাহারও ঐ পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।

একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়া একটী মৃগকে শরবিদ্ধ করেন। মৃগ পরীক্ষিতের বাণবিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিল। পরীক্ষিৎ সেই মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে গভীর বনে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বনে শমীক ঋষিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, আমি একটী মৃগকে

শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম, সে কোন্ দিকে পলাইয়া গেল, আপনি দেখিয়াছেন কি?” মৌনব্রতাবলম্বী শমীক কোন উত্তর করিলেন না।” ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর অগ্রভাগদ্বারা একটী মৃত সর্প মুনির স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শমীকের শৃঙ্গী নামে এক তপঃপ্রভাবসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার স্কন্ধে সর্প আরোপণের সংবাদশ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন,—“যে নরাধম আমার পিতার এরূপ অপমান করিয়াছে, অদ্য হইতে গণনা করিয়া সপ্তম দিবসে পন্নগদংশনে তাহার মৃত্যু হইবে।”

শৃঙ্গী পরীক্ষিৎকে এইরূপে দারুণ অভিসম্পাত করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পরীক্ষিতের অকার্য্যের জন্য অভিশাপ প্রদানের কথা বলিলেন।

শমীক কুপিত পুত্রের অন্যায় কার্য্যের কথা শুনিয়া বলিলেন,—“আমি তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। তুমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে।

রাজা আমাদিগের ন্যায়ানুসারে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি কখনও কোন অপরাধ করিলে তাহা আমাদের সহ্য করা উচিত। যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন,তবে পদে পদে আমাদের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। রাজারা দুষ্টের দমন করেন বলিয়াই আমরা ধর্ম্ম উপার্জ্জনে সমর্থ হই। সেই জন্য আমাদের অর্জ্জিত পুণ্যেও রাজাদিগের ধর্ম্মতঃ অধিকার আছে। একবার ভাব দেখি, দেশ অরাজক হইলে কত অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হয়, তখন লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হয়, দেশে শান্তি থাকে না, ধর্ম্মকার্য্য লোপ হইয়া থাকে। রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের দণ্ডবিধান করিয়া ধর্ম্ম ও শান্তি সংস্থাপন করেন। সেই পরমোপকারক রাজা কোন অপরাধ করিলে তাঁহাকে সর্ব্বথা ক্ষমা করা বিধেয়।”

রাজা ভ্রমবশতঃ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাঁহাকে ভ্রমের কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত,এমন কি, জানিয়া শুনিয়া অপরাধ করিলেও ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহর্ষি শর্মাকের উপদেশানুসারে চলিলে কোনরূপ পাপে পতিত হইতে হয় না।

আত্মপ্রশংসা।

আত্মপ্রশংসা করিলে লোক সাধুসমাজে নিন্দিত হয়। তুমি আত্মপ্রশংসা করিতেছ শুনিলে, সাক্ষাতে স্পষ্টরূপে তোমায় কেহ কিছু বলুন বা না বলুন, মনে মনে তোমার প্রতি সকলেরই ঘৃণা জন্মিবে। সৎলোকে নিজের প্রশংসা করা অতি গর্হিত কার্য্য মনে করেন। তাঁহাদের নিজের প্রশংসা করা ত দূরের কথা, সাক্ষাতে অপর কেহ প্রশংসা করিলেও তাঁহারা লজ্জিত হন।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, পুণ্য করিয়া তাহার বিষয় কীর্ত্তন করিলে পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। নিজের পুণ্যকার্য্য প্রকাশ করিয়া প্রশংসা লাভ করিতে চেষ্টা করিলে কেহই প্রশংসা পায় না, বরং যে ব্যক্তি সেরূপ চেষ্টা করে সকলেই তাহার প্রতি বিরক্ত হন, আর তাহার সৎকার্য্যের মাহাত্ম্য কমিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার পাত্র হইলে তোমাকে দশমুখে প্রশংসা করিবে, তাহা না হইলে,

নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করিলেও তুমি লোকের প্রশংসালাভে সমর্থ হইবে না।

আত্মপ্রশংসায় গর্ব্ব ও অবিনয় প্রকাশ পায়। কোন বিষয়ে লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে শুনিলে, বিনীতভাব প্রদর্শন করিবে। প্রশংসা শুনিয়া গর্ব্ব বা অহঙ্কারের ভাব কখনও প্রকাশ করিবে না।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ আত্মপ্রশংসা ও আত্মহত্যা একরূপ মনে করিতেন। এই কথাটী অতি যুক্তি-সঙ্গত। চিরদিন যাঁহাকে তুমি বিনয়ী, এবং গর্ব্ব-শূন্য বা নিরহঙ্কার জানিয়া ভক্তি করিয়া আসিয়াছ, অদ্য তিনি যদি আত্মপ্রশংসা করেন, তবে তাঁহার প্রতি তোমার ঘৃণা হইবে, গর্ব্ব ও অবিনয় তাঁহার চরিত্রকে দূষিত করিয়াছে মনে করিয়া তুমি আর তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে না। তবেই দেখ, বিনয়ের জন্য কল্য যাঁহাকে ভক্তি করিতে, আত্মপ্রশংসা করিয়া অদ্য তিনি হত হইয়াছেন, গর্ব্ব তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া তোমার ভক্তির পাত্রকে ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে

গিয়া যুধিষ্ঠির একদিন বিশেষ অপমানিত হন। তিনি যুদ্ধস্থল হইতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—"অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে অদ্য নিশ্চয়ই কর্ণের বধসাধন করিয়া ফিরিয়া আসিবে।" কিন্তু অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিলে, যখন শুনিলেন, কর্ণ হত হন নাই, তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীব প্রদান কর। গাণ্ডীবের উপযুক্ত পাত্র তুমি নও।"

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি তাঁহাকে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিতে বলিবেন, অর্জ্জুন তাঁহার মস্তক-চ্ছেদন করিবেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিবা-মাত্র অসি গ্রহণ করিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদে উদ্যত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অর্জ্জুন স্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিলেন।

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"ভ্রাতৃহত্যা মহাপাপ, তুমি ঐ কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হইতে পার না। অপরদিকে, প্রতিজ্ঞা

লঙ্ঘনে নরকে যাইতে হয়। অতএব তোমাকে দুই দিকই রক্ষা করিতে হইবে। মানী ব্যক্তির অপমান হইলেই তাঁহার মস্তকচ্ছেদনতুল্য হয়, অতএব তুমি যুধিষ্ঠিরের নিন্দা কর, তাহা হইলেই তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষা হইবে।

অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। কিন্তু শেষে জ্যেষ্ঠের প্রতি কটূক্তি করিয়া তিনি নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং অসিদ্বারা নিজের মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এরূপ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অর্জ্জুন বলিলেন,—"আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমান করিয়াছি, আমার মৃত্যুই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"জ্যেষ্ঠের প্রতি কটূক্তি করিয়া তুমি নিতান্ত গর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মঘাতীর ঘোর নরক হয়। অপরপক্ষে মৃত্যুই তোমার পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রে বলে, আত্মপ্রশংসা মৃত্যুতুল্য; অতএব তুমি স্বয়ং আপ-

মার গুণকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমার আত্ম-বিনাশ করা হইবে।”

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথায় সম্মত হইয়া নিজের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“এক মহাদেব ভিন্ন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন, এমন বীর কে আছেন? আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পারি। আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন লোক জন্মগ্রহণ করে নাই—ইত্যাদি।” এরূপ আত্মপ্রশংসায় অর্জ্জুন মৃত্যুতুল্য কষ্ট অনুভব করিয়া গুরুনিন্দাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

পূর্ব্বকালে জ্ঞানিগণ আত্মপ্রশংসাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এই উদ্ধৃত বৃত্তান্তে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আত্মপ্রশংসাকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যেরূপ আত্মহত্যার তুল্য মনে করিতেন, আমাদের সকলেরই সেইরূপ মনে করা উচিত। যাহাতে অতি গৌণভাবেও আত্মপ্রশংসা প্রকাশ পায়, সেরূপ কথা মুখে আনা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

অবস্থা ও সাধুতা।

অদ্য যাঁহাকে কোটীশ্বর দেখিতেছ, কল্য হয়ত দেখিবে, তিনি অকিঞ্চন—পথের ভিখারী। আবার অদ্য যাহাকে নিরন্ন পর্ণকুটীরবাসী দেখিতেছ, হয়ত, কল্য তাঁহাকে রম্যপ্রাসাদে স্বর্ণসিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিতে পাইবে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে রাজাও কাঙ্গাল হন, কাঙ্গালও রাজা হয়।

সময়ে সময়ে এরূপ দেখা যায় যে, দুরবস্থার সময়ে যে ব্যক্তি বিনয়ী, ধার্ম্মিক, উচিতবাদী ও সরলপ্রকৃতি বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত ছিল, অবস্থাপন্ন হইয়া সেই লোকই আবার দাম্ভিক, অধাম্মিক, পক্ষপাতী ও কপটপ্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। অপরদিকে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি রাজাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া বিনয়ী, দয়াশীল ও পর-হিতৈষী হইয়া থাকেন।

অবস্থা যাহাদের প্রকৃতির চালক, তাহারা

সাধু নয়। সাধুদের প্রকৃতি সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, হিমালয়ের ন্যায় অচল, অটল; অবস্থার বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের প্রকৃতির অণুমাত্রও বিপর্য্যয় ঘটে না। সাধু রাজাই হউন, আর কাঙ্গালই হউন, সকল অবস্থাতেই তিনি সাধু। কাঙ্গাল হই-লেও অন্যায়লব্ধ কোটী স্বর্ণমুদ্রাকে তিনি তৃণবৎ জ্ঞান করেন, রাজা হইলে নিরন্ন কুটীরবাসীকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করেন।

অবস্থার পরিবর্ত্তনে যাহাদের প্রকৃতির পরি-বর্ত্তন হয়, তাহারা নিতান্তই ঘৃণার পাত্র। কোন ব্যক্তি সৌভাগ্যবশতঃ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিয়া যদি হীনাবস্থ লোকের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর করে, তবে তাহাকে মানুষ বলা যায় না। রামচন্দ্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও গুহক চণ্ডালের প্রতি অনাদর করেন নাই।

বিদুর সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি কখনও রাজ-ভোগের স্পৃহায় সাধুতায় জলাঞ্জলি দেন নাই। যখনই তাঁহার সাক্ষাতে কোন অসাধু প্রস্তাব উপ-স্থিত হইত, তিনি, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিতেন। অসাধু প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া

দুর্য্যোধনের প্রসাদলব্ধ রাজভোগ তিনি বিষবৎ ঘৃণা করিতেন।

যুধিষ্ঠির কপটপাশায় সর্ব্বস্ব হারিলেন, দুষ্ট দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর দারুণ লাঞ্ছনা করিলেন। দ্রৌপদী করুণস্বরে বিলাপ করিয়া সভাস্থ নৃপতিবৃন্দের নিকট নিজের দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধনের ভয়ে কেহই দ্রৌপদীর কথার উত্তর করিতে সাহসী হইলেন না, সকলেই চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। এরূপ অসাধুকার্য্য দেখিয়া সাধু বিদুর ও বিকর্ণ তাহার প্রতিবাদ করিলেন।

বিকর্ণ দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ। দুর্য্যোধনের মত কালান্তকসদৃশ জ্যেষ্ঠভ্রাতা অত্যাচার করিতেছেন, ভীষ্ম দ্রোণ নির্ব্বাক্, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাবীরগণ অধোবদন; অন্যান্য রাজগণ স্তম্ভিত; কিন্তু সাধু বিকর্ণ এই অসাধুকার্য্যে নিতান্তই ব্যথিত হইলেন, কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া, সভাস্থ নৃপতিবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"নরপতিগণ, আপনারা দ্রৌপদীর কথার উত্তর করিতেছেন না কেন? আপনারা উত্তর করুন, আর নাই করুন,

আমি যাহা ন্যায্য বোধ করিতেছি তাহা অবশ্যই বলিব। আপনারা জানেন, যুধিষ্ঠির একা দ্রৌপদীর স্বামী নহেন, তাঁহার স্বামী পাঁচজন। স্থতরাং একা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পণস্বরূপ রাখিতে পারেন না। তার পর আবার, দ্রৌপদীকে হারিবার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির আপনাকে হারিয়াছেন, অতএব দ্রৌপদীর উপর তাঁহার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে। পণার্থী হইয়া শকুনিই কেবল দ্রৌপদীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া কোন প্রকারেই স্বীকার করা যায় না।"

বিকর্ণের কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিকর্ণ নিজের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে সাধুতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি চিরকাল মানবসমাজে পূজিত হইবেন।

যুধিষ্ঠির সত্যবাদী সাধুপুরুষ ছিলেন। আজন্ম নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি যে সাধুতা ও সত্যপরায়ণতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এক দ্রোণাচার্য্যবধের দিনের কপট আচরণে তাহা

অতল কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। গোমূত্রবিন্দু দুগ্ধরাশিকে যেরূপ দূষিত করে, "অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজ" যুধিষ্ঠিরের আজন্মসঞ্চিত যশোরাশিকে সেইরূপ দূষিত করিয়াছে। যুধিষ্ঠির যে অবস্থাতেই এইরূপ ছলনা করিয়া থাকুন না কেন, তাহা কেহই দেখিবে না, যতদিন যুধিষ্ঠিরের নাম থাকিবে তত-দিন তাঁহার "হত-ইতি-গজ"-কলঙ্ক জগতে বিঘো-ষিত হইবে। যে যুধিষ্ঠির বহুকাল অবস্থার দারুণ নিপীড়ন সহ্য করিয়াও নিজের সাধুতা রক্ষা করিয়া বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির অবস্থার দাস হইয়া সমস্ত যশোরাশি অতলজলে বিসর্জ্জন দিলেন। বহু সহস্র বৎসর হইল যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু আজিও লোকে পরিহাসচ্ছলে "হত-ইতি-গজ" এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকে।

দ্রুপদরাজের সহিত দ্রোণাচার্য্যের শিশুকালে বন্ধুত্ব ছিল। দুই জনে একত্র অধ্যয়ন করিতেন, একত্র ক্রীড়া করিতেন। এমন দিন ছিল না, যে দিন দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যের পিতা ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইতেন না।

ক্রমে দুই জনের শৈশব অতিক্রান্ত হইল। দ্রুপদ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শেষে পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

দ্রোণ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বাল্যবন্ধু দ্রুপদরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

দ্রুপদ এখন রাজা; গরিব ব্রাহ্মণ দ্রোণ তাঁহাকেবন্ধু বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি নিতান্ত অপমান বোধ করিলেন, এবং রোষকষায়িতনয়নে দ্রোণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, সেইজন্য আমাকে বন্ধু বলিতেছ। শিশুকালে তোমার সহিত আমার বন্ধুতা ছিল বলিয়া অদ্যাপি তাহা আছে, কিসে স্থির করিলে? বন্ধুত্বের কি নাশ নাই? তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকার ত কোন কারণই নাই। তুমি দরিদ্র, আমি রাজা; দরি-

ন্দ্রের সঙ্গে সামান্য ধনীরও বন্ধুত্ব হইতে পারে না, তুমি রাজার সহিত কি প্রকারে বন্ধুত্ব অভিলাষ করিতেছ। এই অসম্ভব অভিলাষ পরিত্যাগ কর, আমাকে আর বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিও না।”

অবস্থার পরিবর্ত্তনে দ্রুপদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, এবং শৈশবের সাধুতা, উদারতা ও সরলতা প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তিনি এইরূপে দ্রোণাচার্য্যের অপমান করিলেন, এবং চিরকালের জন্য নিজের নামে দুরপনেয় কলঙ্কারোপ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য অপমানিত হইয়া হস্তিনাপুরে চলিয়া গেলেন, এবং সেই স্থানে কৌরব ও পাণ্ডবগণকে অস্ত্রশিক্ষা করাইয়া, নিজের শিষ্য অর্জ্জুনের দ্বারা দ্রুপদকে বন্ধন করাইয়া নিজসন্নিধানে আনয়ন করিলেন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে যাহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে তাহার এরূপ অপমান অবশ্যম্ভাবী।

উন্নত অবস্থার লোকে হীনাবস্থের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, হীনাবস্থেরই অপমান হয়, কিন্তু যে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করে, তাহার মাহাত্ম্যের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হয় না। যে লোক উন্নত অবস্থায়

থাকিয়া সকলের প্রতি সমভাবে স্নেহ, বন্ধুতা, এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তিনিই সাধু; তাঁহারই মাহাত্ম্যে জগৎ পবিত্র হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সাধুপুরুষ ছিলেন, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল সময়েই তাঁহার সাধুতা অক্ষুণ্ণ ছিল। অপরিসীম ঐশ্বর্য্যেও তাঁহার সাধুতা স্খলিত হয় নাই, দারুণ বিপদের সময়েও তাঁহার সাধুতা নষ্ট হয় নাই।

"সুখেই থাকি, আর দুঃখেই থাকি, সাধুতা হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইব না, সকলেরই মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা থাকা উচিত। অসাধুর জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে মঙ্গলকর।



আশ্রিতবাৎসল্য।

যে ব্যক্তি আশ্রিত ও অনুগত, তাহার প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আশ্রিত লোকে প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিয়া প্রভুর উপকার করিয়া থাকে। প্রভু, আশ্রিত লোকের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে, সে তাহার প্রতীকার করিতে পারে না। যে প্রতীকার করিতে অক্ষম, তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন অতীব গর্হিত কার্য্য। দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শনের তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, অনুজবর্গ ও সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গারোহণ করিবার অভিপ্রায়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী কুক্কুরও চলিল। তাঁহারা যখন অবস্থান করিতেন, কুক্কুরও তখন অবস্থান করিত; তাঁহারা গমন

করিলে কুক্কুরও গমন করিত; এইরূপে কুক্কুর ছায়ার ন্যায় যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অনুগমন করিতে লাগিল।

পথে ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ক্রমে শরীর পরিত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃশোকে ও পত্নীবিরহে কাতর হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, কুক্কুর তখনও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথে ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের নিকট রথ লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ধর্ম্মরাজ, আপনি পত্নী ও ভ্রাতৃগণের জন্য শোক করিবেন না, তাঁহারা নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। আপনি এই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে চলুন।" এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"প্রভু, এই কুক্কুর আমার আশ্রিত, এবং পরম ভক্ত, আমাকে স্বর্গে লইয়া গেলে ইহাকেও সঙ্গে লইতে হইবে।"

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনি দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব স্বর্গে চলুন, এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করুন, ইহাতে আপনার কোন অধর্ম্ম হইবে না।" যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"প্রভু, যে সম্পদের জন্য আশ্রিত

ভক্তজনকে পরিত্যাগ করিতে হয়, সে সম্পদে আমার প্রয়োজন নাই।”

ইন্দ্র অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন,—“কুক্কুর অতি অপবিত্র জীব, ইহাকে স্পর্শ করিতে নাই, কুক্কুর যে দ্রব্য দর্শন করে, তাহাও অপবিত্র হয়, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলুন। আপনি এমন ভক্ত ভ্রাতৃগণকে ও পতিপরায়ণা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতে সম্মত আছেন, অথচ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।” যুধিষ্ঠির বলিলেন,—“আমার পত্নী ও ভ্রাতৃগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার উপায় নাই, সেই জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু ভক্তকে পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমার বিশ্বাস, শরণাগত ব্যক্তিকে ভয় দেখাইলে যে পাপ হয়, স্ত্রীহত্যা করিলে যে পাপ হয়, পরের বিত্ত অপহরণ করিলে যে পাপ হয়, এবং মিত্রদ্রোহে যে পাপ হয়, আশ্রিত ভক্তকে পরিত্যাগ করিলেও সেই পাপ হয়। অতএব আশ্রিত ভক্তকে পরি-

ত্যাগ করিয়া আমি মহাপাপে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করি না।”

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরীক্ষার্থ স্বয়ং ধর্ম্ম কুক্কুররূপে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। তাঁহার উত্তরে ধর্ম্ম সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“বৎস, তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রাণীর প্রতি তোমার দয়া অনুপম। আশ্রিত কুক্কুরের প্রতি দয়া বশতঃ তুমি দেবরথে স্বর্গে যাইতেও পরাঙ্মুখ হইলে। অতএব তোমার তুল্য ধার্ম্মিক স্বর্গেও দুর্লভ।” এই বলিয়া দিব্য রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন।

আশ্রিত যেই কেন হউক না, তাহারই প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহাদের উচ্চনীচ ভেদ করা অন্যায়। আশ্রিত পশুপক্ষীর মঙ্গলসাধন করিতেও সাধুগণ প্রাণপণে যত্নপর হইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির ভক্ত কুক্কুরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া অনুপম স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ভক্ত কষ্ট অনুভব করিলে প্রভুর মনে যে

কষ্ট হয়, স্বর্গভোগের সুখও তাহা দূর করিতে পারে না। তোমরা জানিও, ঈশ্বর ভক্তবৎসল, যে যত পরিমাণে আশ্রিত ভক্তের প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শন করিবে, ভগবান তাহার প্রতি সেই পরিমাণে সন্তুষ্ট হইবেন।

সমাপ্ত